मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

(মনের কথা)

পর্ব ২

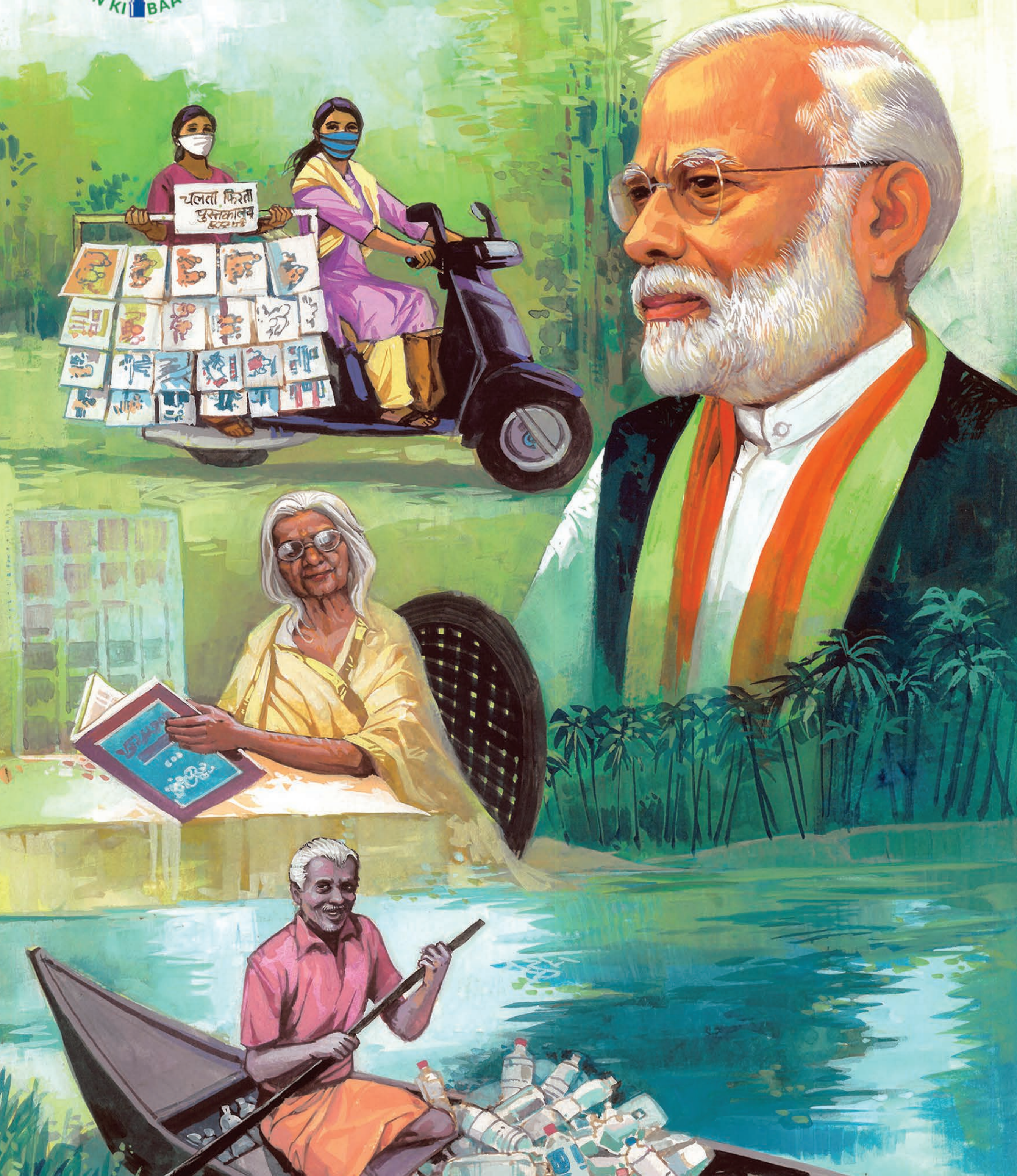

মন কি বাত

(মনের কথা)

পর্ব ২

Authors
Sharda Mohan and Shashi Mukherjee

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

Bangla

ISBN – 978-81-19242-58-0

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, June 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, June 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

আমরা কোভিড-১৯ মহামারীর সবচেয়ে খারাপ সময় কাটিয়েছি। এটি এমন একটি সময় ছিল যখন আমারা আমাদের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কারও কাছে এটা একটি খুব ভালো সময় ছিল। যখন আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরেছি। কিন্তু অনেকের কাছেই এটা ছিল এক দুঃসময়। কিভাবে অনেকজন মানুষ একটা ছোট জায়গায় দিনের পর দিন থাকতে পারে?

এই সময় আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে অতীতে কিছু পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল যা আমাদের মধ্যে আত্মীয়তা বোধ গড়ে তুলতো। দুর্ভাগ্যবশত, সেগুলি এতদিন অবহেলিত ছিল। এই ঐতিহ্যগুলির অভাবেই অনেক পরিবারের এই দুঃসময় অনেক অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

এরকমই একটি ঐতিহ্য, গল্প বলা। পরিবারের প্রবীণরা গল্প বলতেন আর সেই গল্পগুলি সমগ্র পরিবারটিকে উজ্জীবিত করত।পরিবারের প্রতিটি সদস্য একতার অনুভূতিতে উদ্‌বুদ্ধ হোত।

গল্প বলার মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও সংবেদনশীলতা বিকশিত হয়। যেখানে আত্মা সেখানেই গল্প। আমি যখন অনেক ছোটো ছিলাম তখন থেকেই সারা ভারত ঘুরে বেড়াতাম। গ্রামের পর গ্রাম। এখনও আমি সবসময় গ্রামের বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলি। তাদেরকে একটি গল্প বলার জন্য অনুরোধ করি।

তারা উত্তর দেয়, “তার চেয়ে বরং আমরা আপনাকে একটি হাস্যকৌতুক শোনাচ্ছি তারপর আপনিও আমাদের একটি শোনাবেন” আমি হতবাক হয়ে যাই এরা গল্প শোনার আনন্দটাই জানেনা। গল্প বলার ঐতিহ্য ভারতের অতি প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্রের গল্প, হিতোপদেশ বা কিসসা গোই* এই সব গল্প গুলি আমাদের জ্ঞান ও জীবনের মূল্যবোধ শেখায়। এখন অনেক লোকেরা তাদের নিজেদের গল্প বলার একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। অমর ব্যাস এবং তার বন্ধুরা মিলে gaathastiry.in শুরু করেছেন। বৈশালী ব্যায়াহারে দেশপান্ডে গ্রামের লোক ও কৃষকের গল্প জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ব্যাঙ্গালুরুর বিক্রম শ্রীধর মহাত্মা গান্ধীজীর গল্প বলতে ভালোবাসেন। চেন্নাইয়ের শ্রীবিদ্যা বীররাঘবন এবং গীতা রামানুজম kathalaya.org এর মাধ্যমে খুব সুন্দর গল্প বলেন।

চলো আমরা নাইয়ার স্যর-এর ক্লাসে যাই। সেখানে তিনি এমন অনুপ্রেরণাদায়ক আরও অনেক মানুষের কথা শোনাবেন। যাদের কথা আমার মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে।

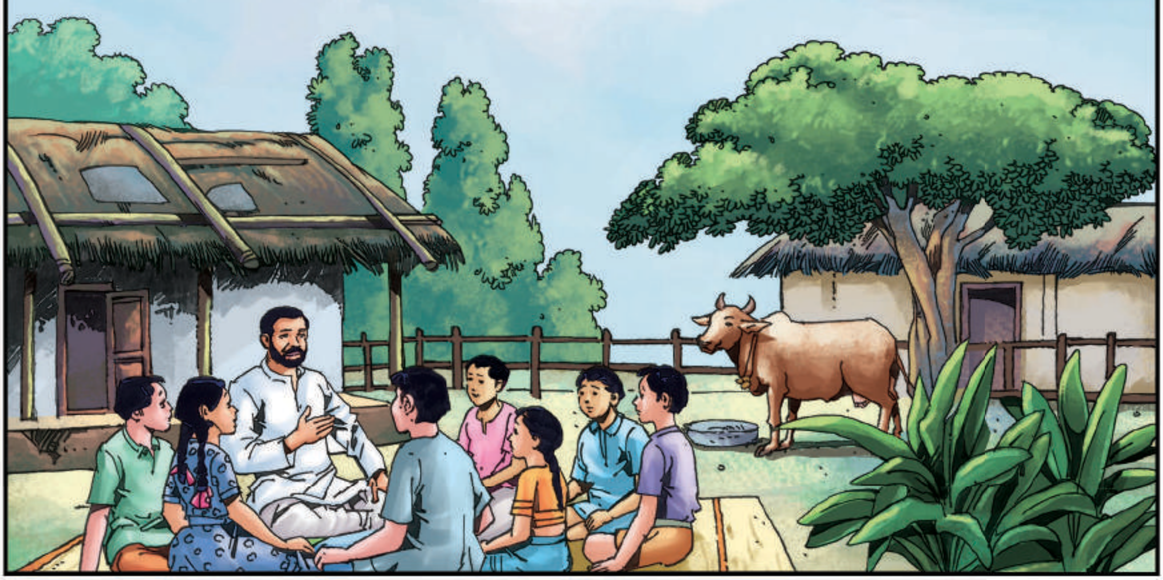

* প্রাচীন উর্দু গল্প-মালা।

সূচিপত্র

১	গল্পের সন্ধানে	৩
২	বীরেন্দ্র যাদব	৭
৩	উষা দুবে	১০
৪	টি. শ্রীনিবাসাচার্য	১৩
৫	অনুদীপ ও মিনুশা	১৫
৬	সালমান	১৮
৭	এন এস রাজাপ্পান	২০
৮	সি ভি রাজু	২৩
৯	ভাগীরথী আম্মা	২৬
১০	রাজেন্দ্র যাদব	২৮
১১	গায়ত্রী	৩০

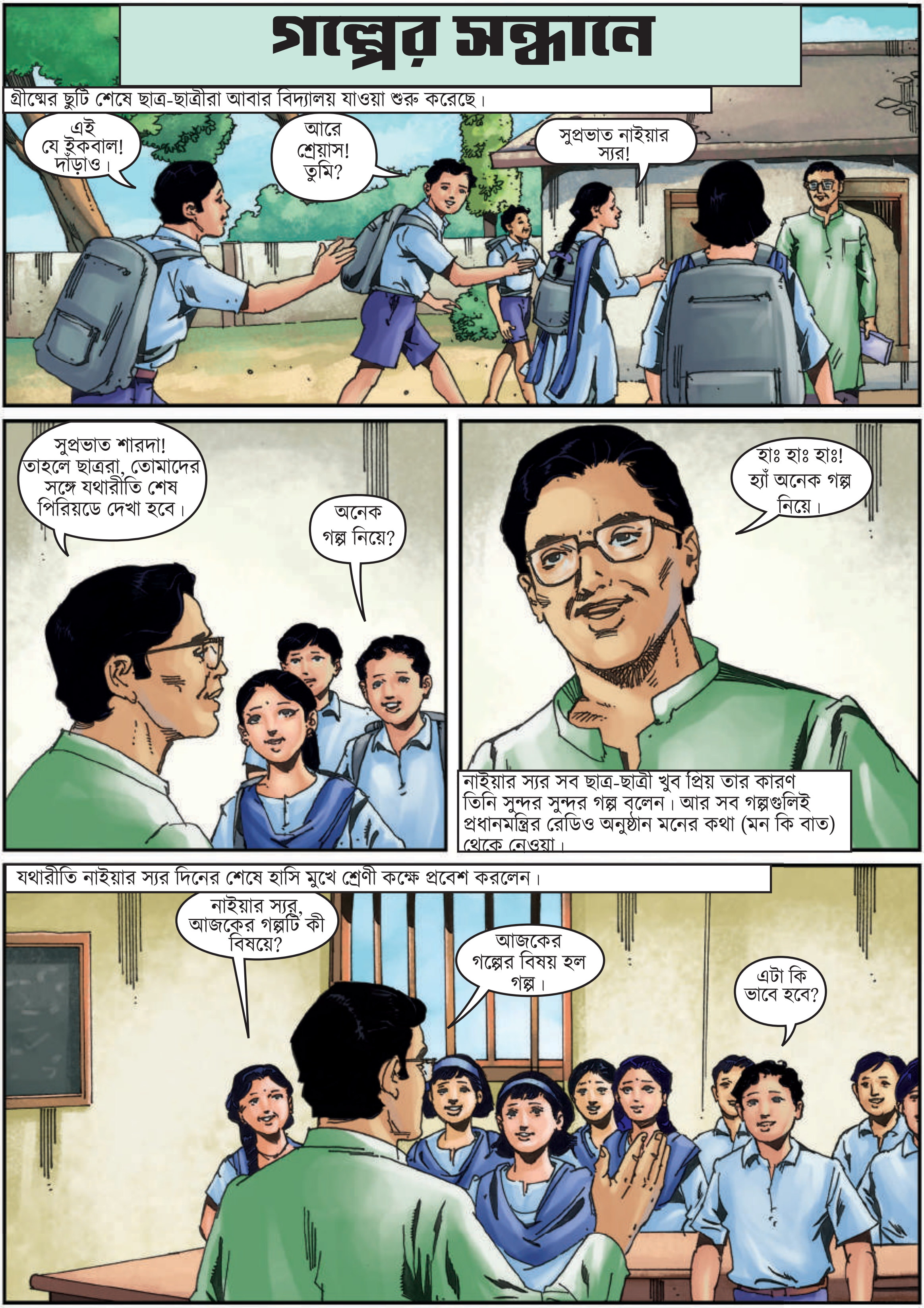
গল্পের সন্ধানে
গ্রীষ্মের ছুটি শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা আবার বিদ্যালয় যাওয়া শুরু করেছে।
এই যে ইকবাল! দাঁড়াও।
আরে শ্রেয়াস! তুমি?
সুপ্রভাত নাইয়ার স্যর!
সুপ্রভাত শারদা! তাহলে ছাত্ররা, তোমাদের সঙ্গে যথারীতি শেষ পিরিয়ডে দেখা হবে।
অনেক গল্প নিয়ে?
হাঃ হাঃ হাঃ! হ্যাঁ অনেক গল্প নিয়ে।
নাইয়ার স্যর সব ছাত্র-ছাত্রী খুব প্রিয় তার কারণ তিনি সুন্দর সুন্দর গল্প বলেন। আর সব গল্পগুলিই প্রধানমন্ত্রির রেডিও অনুষ্ঠান মনের কথা (মন কি বাত) থেকে নেওয়া।
যথারীতি নাইয়ার স্যর দিনের শেষে হাসি মুখে শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করলেন।
নাইয়ার স্যর, আজকের গল্পটি কী বিষয়ে?
আজকের গল্পের বিষয় হল গল্প।
এটা কি ভাবে হবে?

নাইয়ার স্যর সকলকে বসতে বললেন।
মহামারীর কারণে লকডাউনের সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছিলেন ব্যাঙ্গালোর স্টোরিটেলিং সোসাইটির একদল গল্পকারের সঙ্গে।
সেখানে ছিলেন অপর্ণা আত্রেয়া, শৈলজা সম্পাথ, সৌম্য শ্রীনিবাসন, অপর্ণা জয়শঙ্কর এবং লাবণ্য প্রসাদ। প্রত্যেকে গল্প বলায় পারদর্শী।
লাবণ্য প্রসাদ, কিছু প্রবীণ মানুষদের সঙ্গে বসে তাঁদের পারিবারিক গল্প লিখে নিতেন।
আমার দাদু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ এর সময় অনেক ছোটো ছিলেন। তাঁর মনে আছে তিনি সেই দিন বিনা ভাড়ায় মুম্বাইয়ের ট্রামে চড়েছিলেন। কোনো ভাড়া লাগেনি সেই দিন ।
আমার দাদু সেনা বাহিনীতে ছিলেন। তিনি আমাকে ভারত-চিন যুদ্ধের অনেক গল্প বলেছেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন ঐ সময়।
আমিও আমার পরিবারের থেকে গল্প খুঁজে আনবো।
খুব ভালো প্রস্তাব, চলো আমরা সকলে আমাদের পরিবারের প্রবীণদের থেকে গল্প খুঁজে আনি। তারপর এই ক্লাসে সেগুলি শুনবো। এখন আমি তোমাদেরকে একটি গল্প বলবো যেটি গল্পকারদের মধ্যে একজন মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলেছেন।
হ্যাঁ হ্যাঁ এখন গল্প হোক।

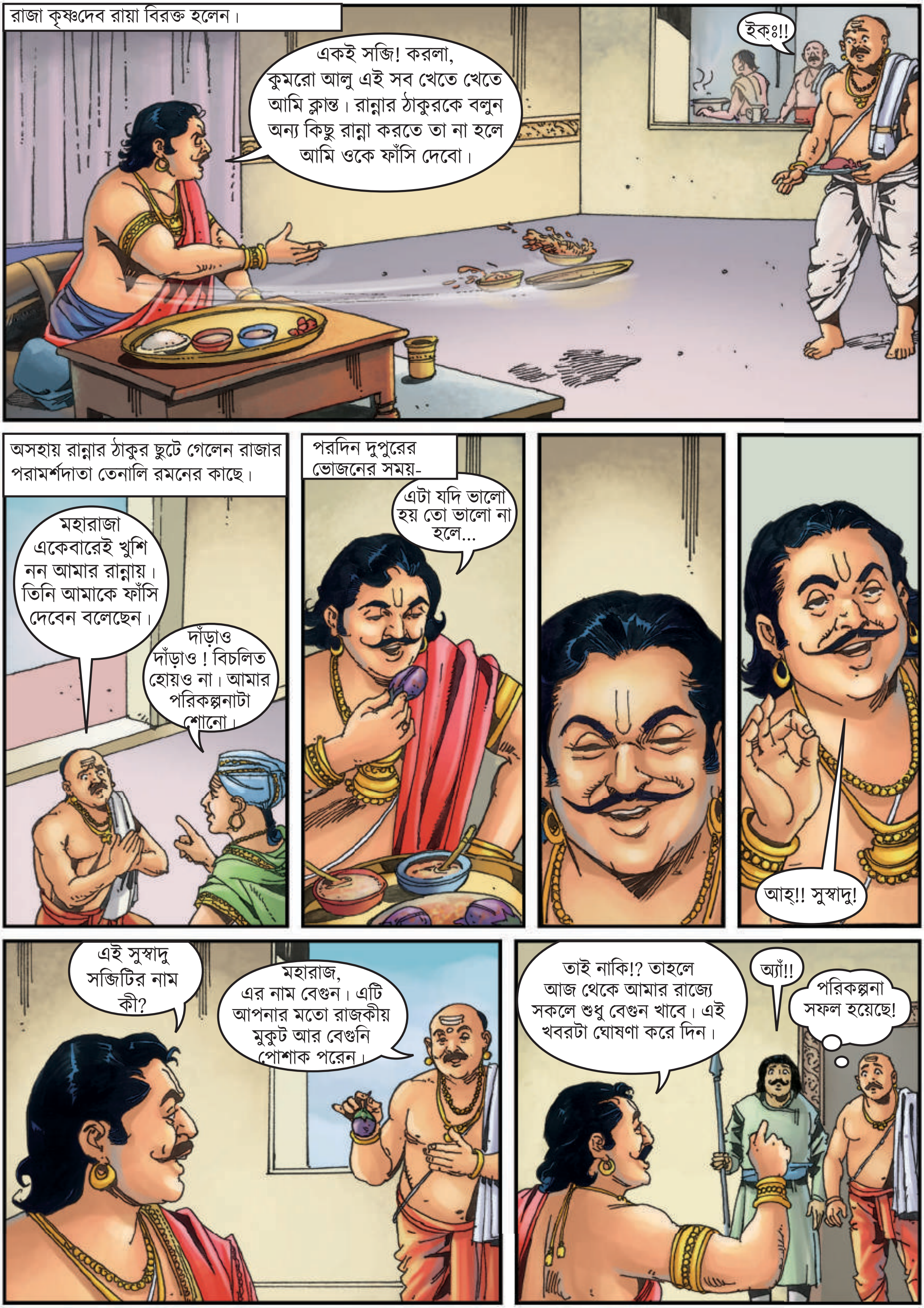
রাজা কৃষ্ণদেব রায়া বিরক্ত হলেন।
একই সব্জি! করলা, কুমরো আলু এই সব খেতে খেতে আমি ক্লান্ত। রান্নার ঠাকুরকে বলুন অন্য কিছু রান্না করতে তা না হলে আমি ওকে ফাঁসি দেবো।
ইক্ঃ!!
অসহায় রান্নার ঠাকুর ছুটে গেলেন রাজার পরামর্শদাতা তেনালি রমনের কাছে।
মহারাজা একেবারেই খুশি নন আমার রান্নায়। তিনি আমাকে ফাঁসি দেবেন বলেছেন।
দাঁড়াও দাঁড়াও! বিচলিত হোয়ও না। আমার পরিকল্পনাটা শোনো।
পরদিন দুপুরের ভোজনের সময়-
এটা যদি ভালো হয় তো ভালো না হলে...
আহ্!! সুস্বাদু!
এই সুস্বাদু সব্জিটির নাম কী?
মহারাজ, এর নাম বেগুন। এটি আপনার মতো রাজকীয় মুকুট আর বেগুনি পোশাক পরেন।
তাই নাকি!? তাহলে আজ থেকে আমার রাজ্যে সকলে শুধু বেগুন খাবে। এই খবরটা ঘোষণা করে দিন।
অ্যাঁ!!
পরিকল্পনা সফল হয়েছে!

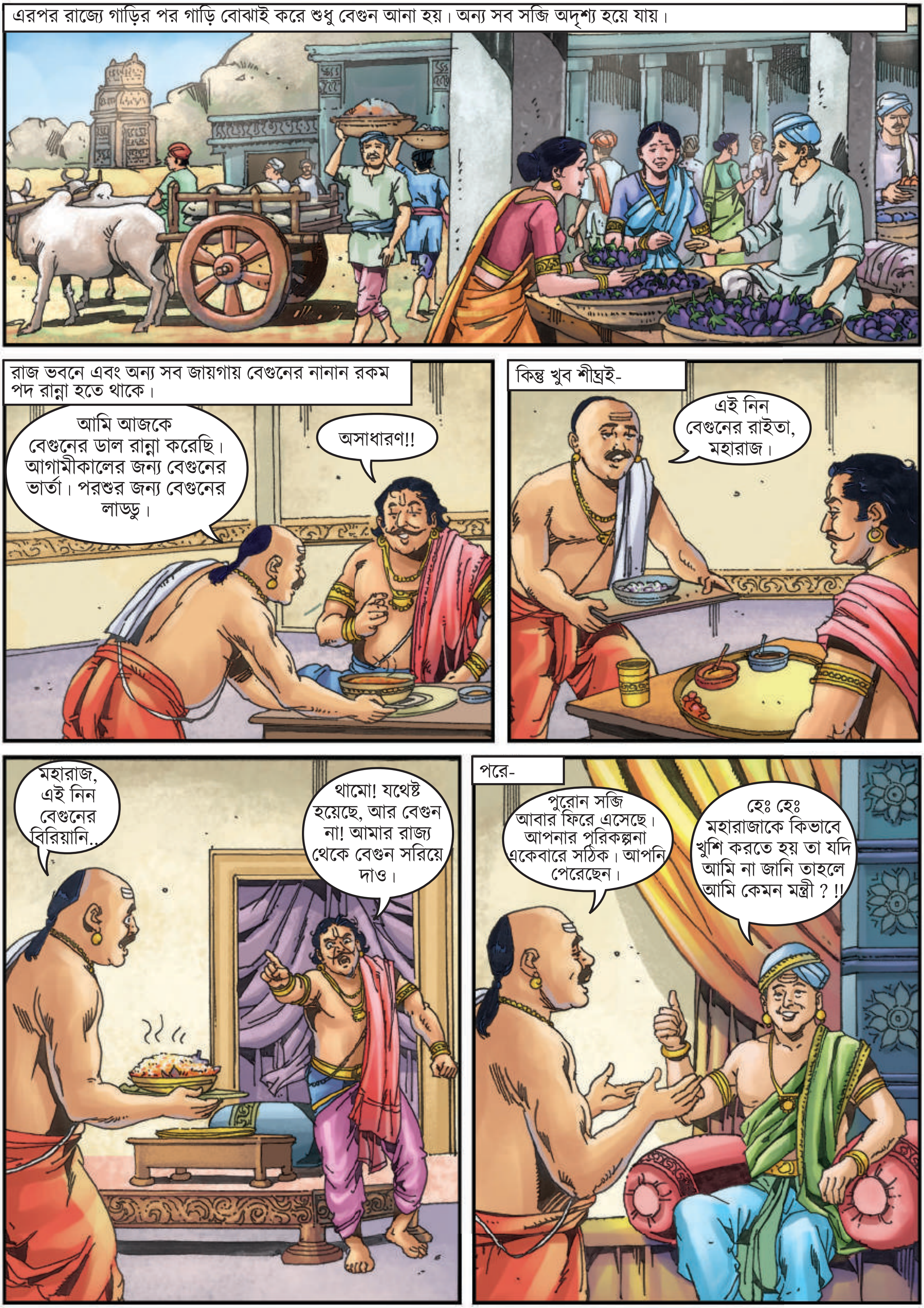
এরপর রাজ্যে গাড়ির পর গাড়ি বোঝাই করে শুধু বেগুন আনা হয়। অন্য সব সব্জি অদৃশ্য হয়ে যায়।
রাজ ভবনে এবং অন্য সব জায়গায় বেগুনের নানান রকম পদ রান্না হতে থাকে।
আমি আজকে বেগুনের ডাল রান্না করেছি। আগামীকালের জন্য বেগুনের ভার্তা। পরশুর জন্য বেগুনের লাড্ডু।
অসাধারণ!!
কিন্তু খুব শীঘ্রই-
এই নিন বেগুনের রাইতা, মহারাজ।
মহারাজ, এই নিন বেগুনের বিরিয়ানি...
থামো! যথেষ্ট হয়েছে, আর বেগুন না! আমার রাজ্য থেকে বেগুন সরিয়ে দাও।
পরে-
পুরোন সব্জি আবার ফিরে এসেছে। আপনার পরিকল্পনা একেবারে সঠিক। আপনি পেরেছেন।
হেঃ হেঃ মহারাজাকে কিভাবে খুশি করতে হয় তা যদি আমি না জানি তাহলে আমি কেমন মন্ত্রী ? !!

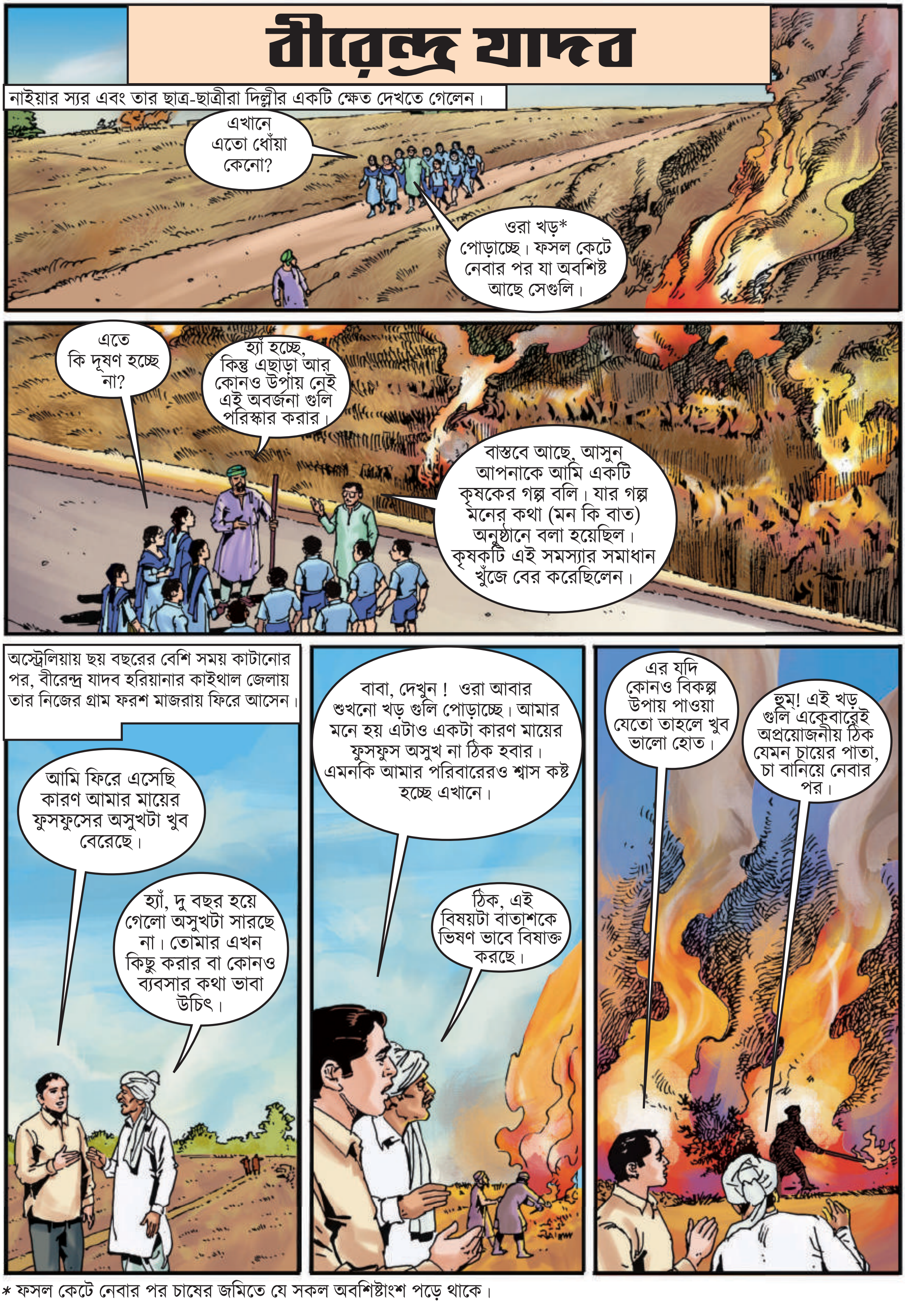

* ফসল কেটে নেবার পর চাষের জমিতে যে সকল অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে।

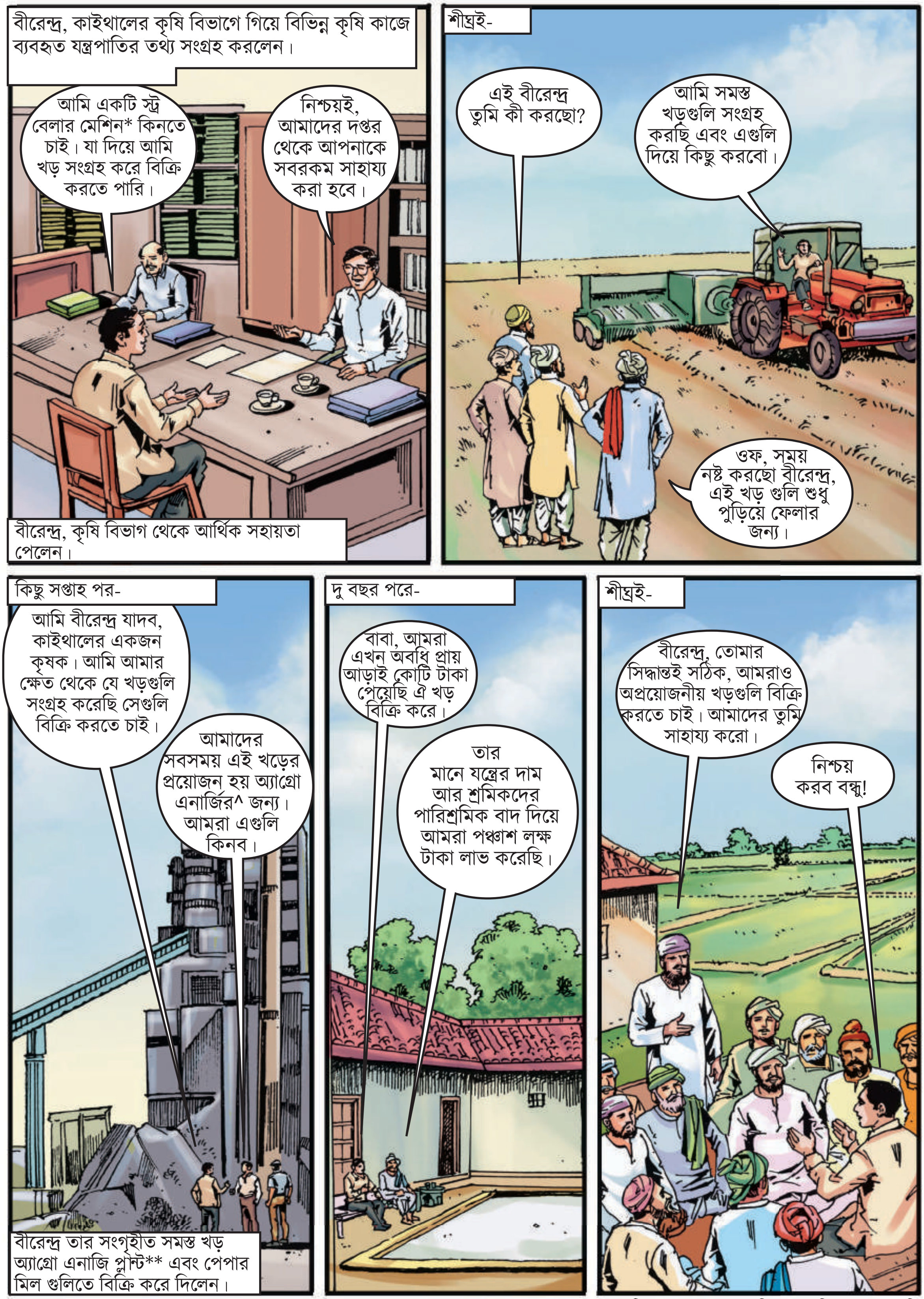

* এমন একটি যন্ত্র যেটি খড়,শুখনো গাছ-গাছালি বা প্রাণিজ বর্জ্য সংকুচিত করে একটি মন্ড আকারে পরিণত করে, ^পরে যেগুলি পুড়িয়ে সহজেই শক্তি উৎপন্ন করা যায়।

**এমন একটি কারখানা যেখানে কৃষিজ অংশ বিশেষ থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

আগামী কয়েক বছরে বীরেন্দ্রের এই উদ্যোগে আরও অনেক কৃষক যোগ দেন।
আমি একটি কৃষি-সমিতি গঠন করেছি, আপনারা সকলে সেখানে যোগ দিন, আমরা সরকারের থেকে অনেক কম দামে কৃষি যন্ত্রাংশ কিনতে পারবো।
তিনি শীঘ্রই দ্বিতীয় একটি সমিতি শুরু করলেন এবং কৃষি ও কৃষক কল্যান বিভাগ থেকে প্রায় আশি শতাংশ ছাড় পেলেন। খরচ কম মানেই লাভ বেশি।
সমগ্র রাজ্য তাদের এই সাফ্যলের কথা ছড়িয়ে পড়লো।
হ্যালো আমি সুজন সিং, কাইথালের ডেপুটি কমিশনার, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।
বীরেন্দ্র বাবা শোনো। কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিস্টার করম চাঁদ তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
গ্রীষ্মের সময় যখন খড় গুলো সংগ্রহের সময় এলো, বীরেন্দ্র যাদব দুশোরও বেশি লোককে কাজে লাগালেন।
আমি তোমার কাজে গর্বিত, বীরেন্দ্র। তুমি অবর্জনা কে সম্পদে পরিণত করেছো।
আমি সত্যি আনন্দিত যে খড় পোড়ানোর সমস্যা সমাধান করা গেছে। বাতাশ এখন অনেক পরিস্কার।
সত্যি তাই, তোমার মায়ের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হচ্ছে।
বীরেন্দ্র যাদবের গল্পটি বলার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে ভাবে এই বর্জ্য পোড়ানোর সমস্যা কে সমাধান করে তার থেকে লাভজনক ব্যবসা গড়ে তুলেছেন সেটি নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত মূলক বিষয়।

ঊষা দুবে
দিল্লীর উষ্ণতম একটি দিনে।
উফ্... এই গরমে স্কুলে আসা খুব কষ্টকর।
হুম, অনলাইন ক্লাসগুলি খুব ভালোছিল।
আমরা যখন অনলাইন ক্লাস করতাম আপনি সেটা নিয়েও আমাদের বকাবকি করতেন।
অনলাইন ক্লাস ভালো। কিন্তু অনেক ছাত্রদের এর সুবিধা একেবারেই ছিল না। আমি তোমাদের “বইওয়ালি দিদির” গল্প বলবো।
হুররে! আর একটি মনের কথার (মন কি বাত) গল্প!
কোভিড মহামারীর সময় যখন লকডাউন ঘোষণা করা হল, মধ্যপ্রদেশের সিংগ্রাউলি শহরের একটি স্কুলের শিক্ষিকা ঊষা দুবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।
অনলাইন ক্লাস!!? আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনলাইন ক্লাস করার মতন কোনও সুবিধা নেই। তারা কি ভাবে তাদের পড়াশোনা করবে।
তার উদ্বেগ তার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও দেখা গেলো।
তোমার ক্লাস কেমন চলছে, মহিমা?
আমি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছি ম্যাডাম, কিন্তু খুব শক্ত। সবাই আমরা বাড়িতে আছি তাই স্বাভাবিক ভাবে মনোসংযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বারবার।

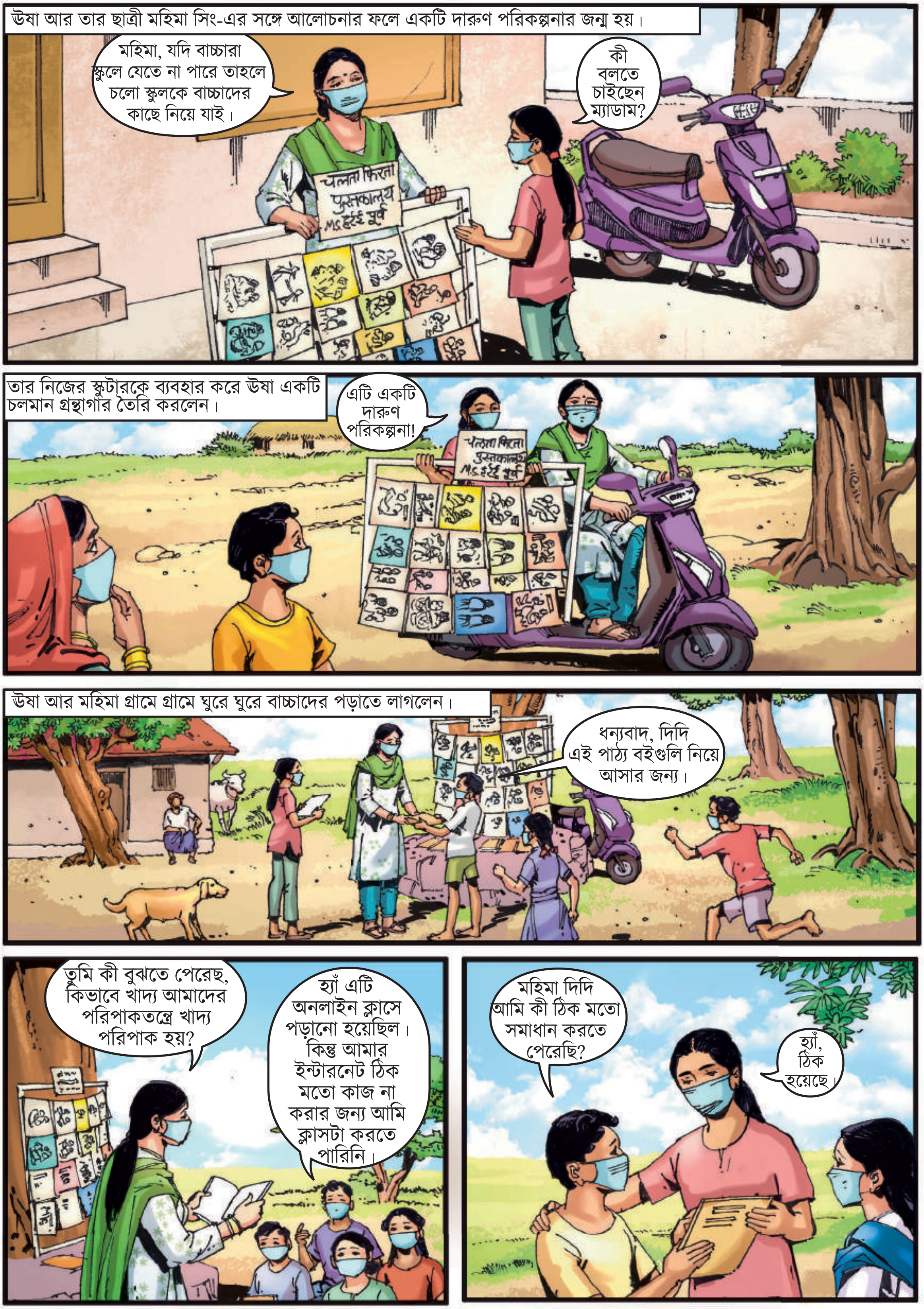
ঊষা আর তার ছাত্রী মহিমা সিং-এর সঙ্গে আলোচনার ফলে একটি দারুণ পরিকল্পনার জন্ম হয়।
মহিমা, যদি বাচ্চারা স্কুলে যেতে না পারে তাহলে চলো স্কুলকে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে যাই।
কী বলতে চাইছেন ম্যাডাম?
তার নিজের স্কুটারকে ব্যবহার করে ঊষা একটি চলমান গ্রন্থাগার তৈরি করলেন।
এটি একটি দারুণ পরিকল্পনা!
ঊষা আর মহিমা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বাচ্চাদের পড়াতে লাগলেন।
ধন্যবাদ, দিদি এই পাঠ্য বইগুলি নিয়ে আসার জন্য।
তুমি কী বুঝতে পেরেছ, কিভাবে খাদ্য আমাদের পরিপাকতন্ত্রে খাদ্য পরিপাক হয়?
হ্যাঁ এটি অনলাইন ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল। কিন্তু আমার ইন্টারনেট ঠিক মতো কাজ না করার জন্য আমি ক্লাসটা করতে পারিনি।
মহিমা দিদি আমি কী ঠিক মতো সমাধান করতে পেরেছি?
হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।

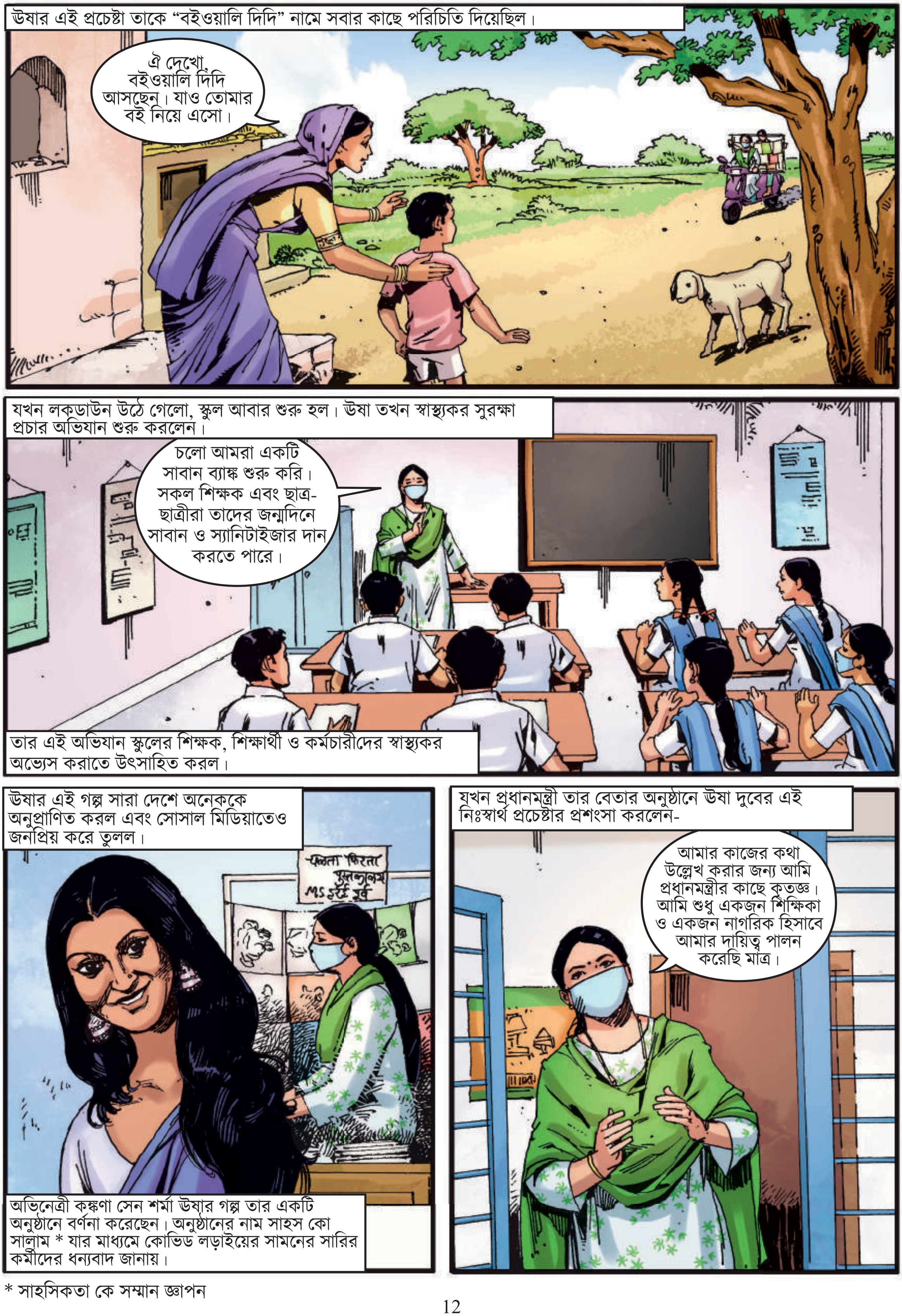

* সাহসিকতা কে সম্মান জ্ঞাপন

*ধর্মীয় নেতা বা শিক্ষক সম্মান জ্ঞাপক শিরোনাম

**পবিত্র শব্দ বা বাক্যাংশ

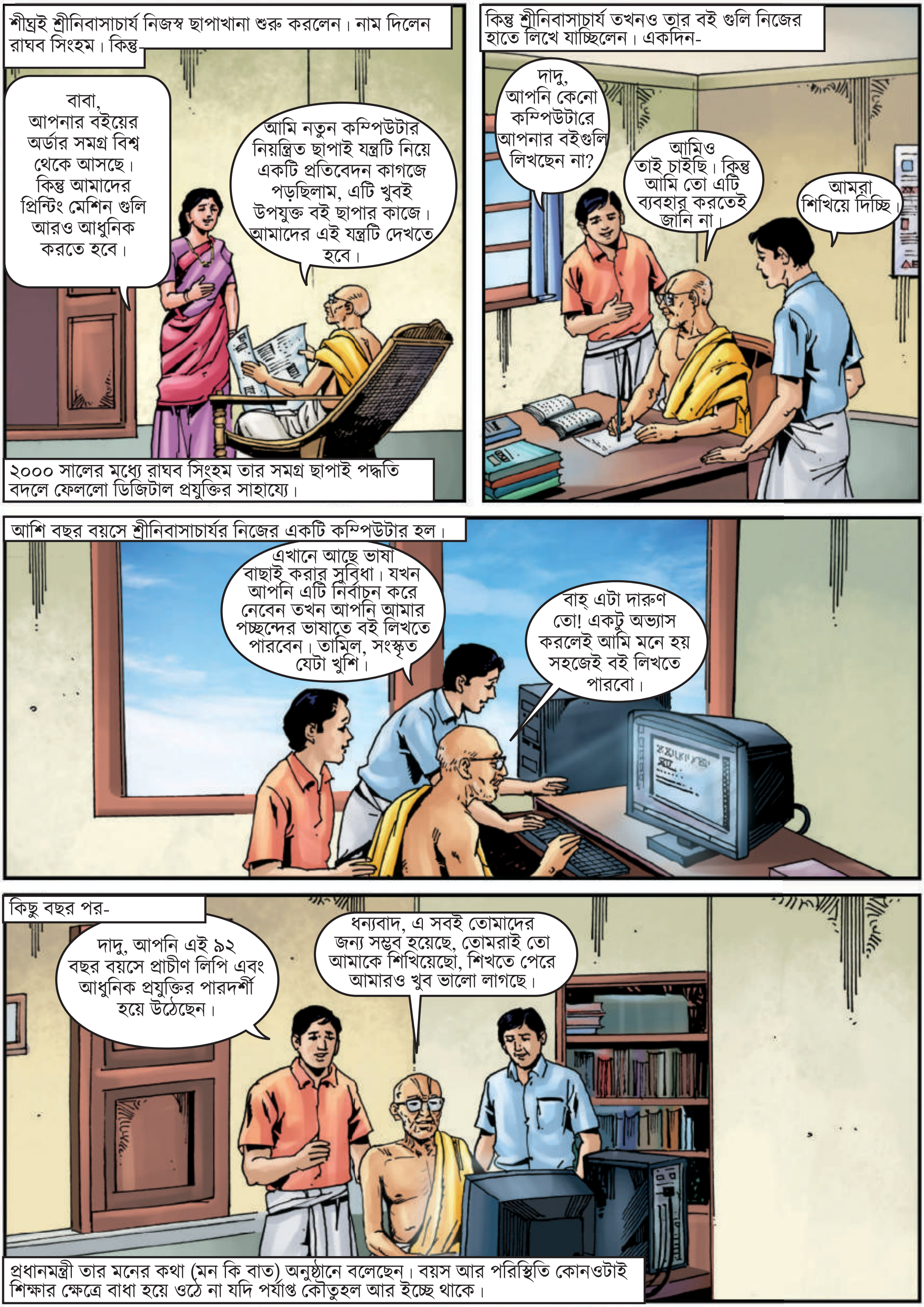
শীঘ্রই শ্রীনিবাসাচার্য নিজস্ব ছাপাখানা শুরু করলেন। নাম দিলেন রাঘব সিংহম। কিন্তু-
বাবা, আপনার বইয়ের অর্ডার সমগ্র বিশ্ব থেকে আসছে। কিন্তু আমাদের প্রিন্টিং মেশিন গুলি আরও আধুনিক করতে হবে।
আমি নতুন কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ছাপাই যন্ত্রটি নিয়ে একটি প্রতিবেদন কাগজে পড়ছিলাম, এটি খুবই উপযুক্ত বই ছাপার কাজে। আমাদের এই যন্ত্রটি দেখতে হবে।
২০০০ সালের মধ্যে রাঘব সিংহম তার সমগ্র ছাপাই পদ্ধতি বদলে ফেললো ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে।
কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য তখনও তার বই গুলি নিজের হাতে লিখে যাচ্ছিলেন। একদিন-
দাদু, আপনি কেনো কম্পিউটারে আপনার বইগুলি লিখছেন না?
আমিও তাই চাইছি। কিন্তু আমি তো এটি ব্যবহার করতেই জানি না।
আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি।
আশি বছর বয়সে শ্রীনিবাসাচার্যর নিজের একটি কম্পিউটার হল।
এখানে আছে ভাষা বাছাই করার সুবিধা। যখন আপনি এটি নির্বাচন করে নেবেন তখন আপনি আমার পচ্ছন্দের ভাষাতে বই লিখতে পারবেন। তামিল, সংস্কৃত যেটা খুশি।
বাহ্ এটা দারুণ তো! একটু অভ্যাস করলেই আমি মনে হয় সহজেই বই লিখতে পারবো।
কিছু বছর পর-
দাদু, আপনি এই ৯২ বছর বয়সে প্রাচীণ লিপি এবং আধুনিক প্রযুক্তির পারদর্শী হয়ে উঠেছেন।
ধন্যবাদ, এ সবই তোমাদের জন্য সম্ভব হয়েছে, তোমরাই তো আমাকে শিখিয়েছো, শিখতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগছে।
প্রধানমন্ত্রী তার মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলেছেন। বয়স আর পরিস্থিতি কোনওটাই শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে না যদি পর্যাপ্ত কৌতুহল আর ইচ্ছে থাকে।

অনুদীপ ও মিনুশা

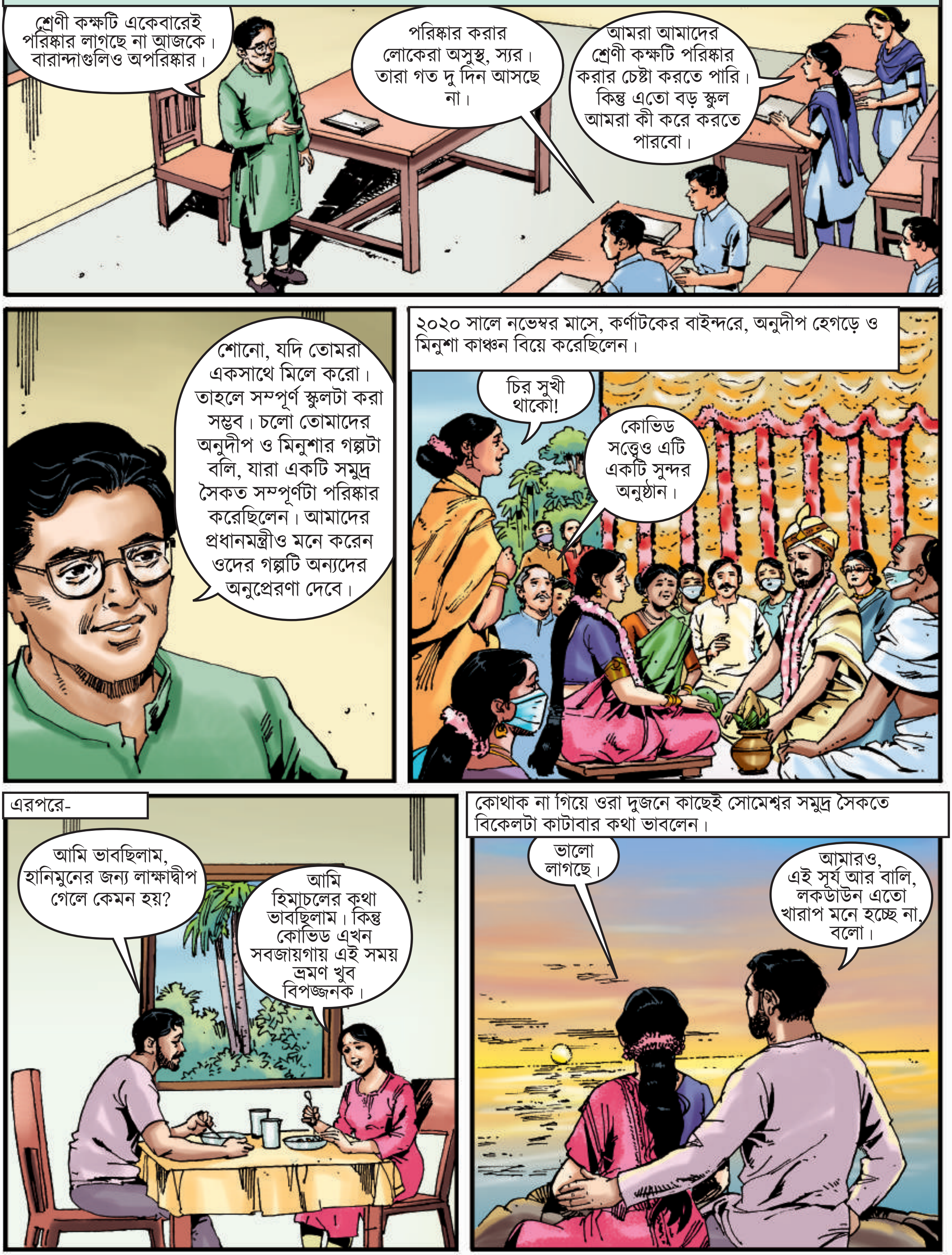

শ্রেণী কক্ষটি একেবারেই পরিষ্কার লাগছে না আজকে। বারান্দাগুলিও অপরিষ্কার।
পরিষ্কার করার লোকেরা অসুস্থ, স্যর। তারা গত দু দিন আসছে না।
আমরা আমাদের শ্রেণী কক্ষটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এতো বড় স্কুল আমরা কী করে করতে পারবো।
শোনো, যদি তোমরা একসাথে মিলে করো। তাহলে সম্পূর্ণ স্কুলটা করা সম্ভব। চলো তোমাদের অনুদীপ ও মিনুশার গল্পটা বলি, যারা একটি সমুদ্র সৈকত সম্পূর্ণটা পরিষ্কার করেছিলেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও মনে করেন ওদের গল্পটি অন্যদের অনুপ্রেরণা দেবে।
২০২০ সালে নভেম্বর মাসে, কর্ণাটকের বাইন্দরে, অনুদীপ হেগড়ে ও মিনুশা কাঞ্চন বিয়ে করেছিলেন।
চির সুখী থাকো!
কোভিড সত্ত্বেও এটি একটি সুন্দর অনুষ্ঠান।
এরপরে-
আমি ভাবছিলাম, হানিমুনের জন্য লাক্ষাদ্বীপ গেলে কেমন হয়?
আমি হিমাচলের কথা ভাবছিলাম। কিন্তু কোভিড এখন সবজায়গায় এই সময় ভ্রমণ খুব বিপজ্জনক।
কোথাক না গিয়ে ওরা দুজনে কাছেই সোমেশ্বর সমুদ্র সৈকতে বিকেলটা কাটাবার কথা ভাবলেন।
ভালো লাগছে।
আমারও, এই সূর্য আর বালি, লকডাউন এতো খারাপ মনে হচ্ছে না, বলো।

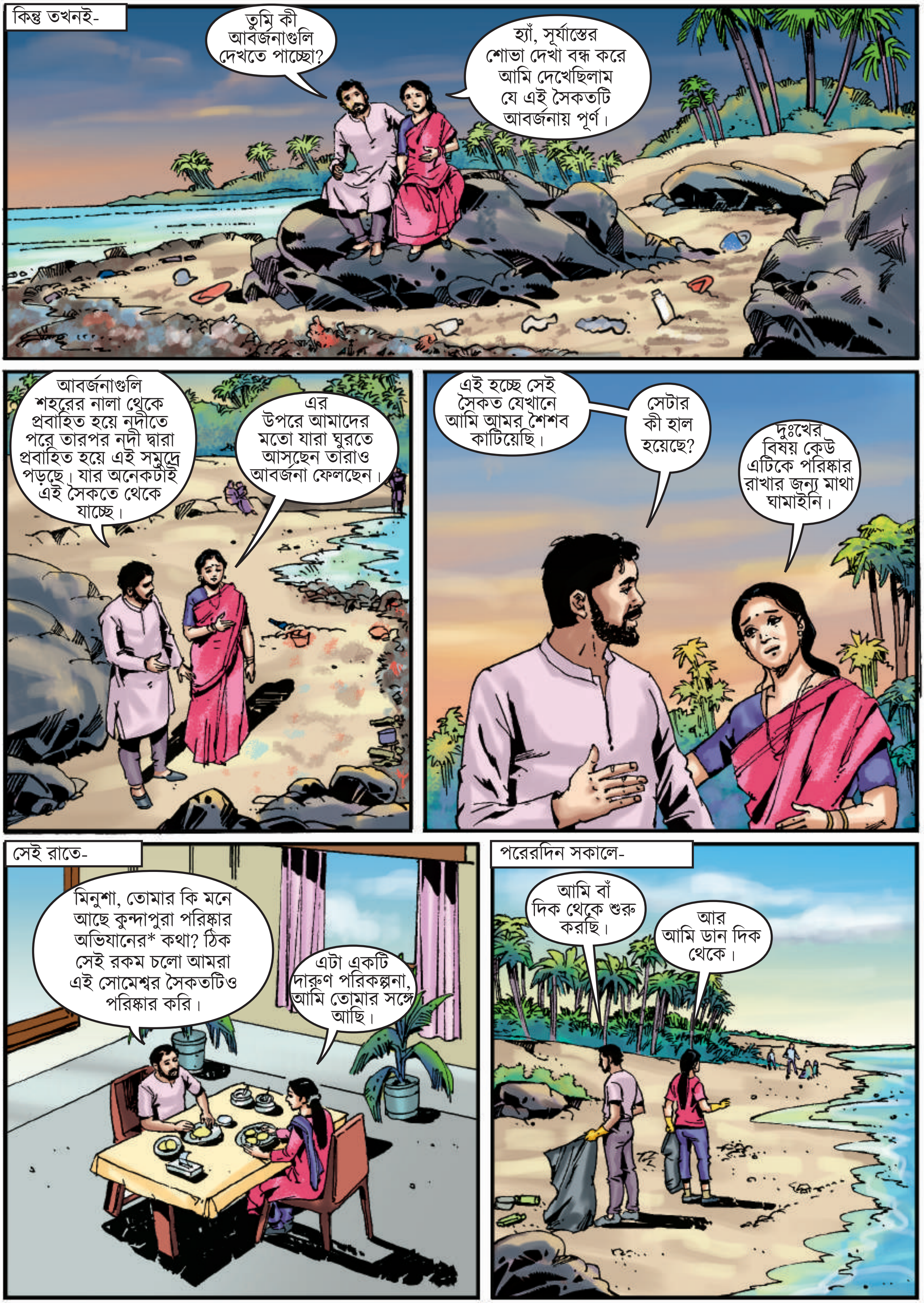

* কর্ণাটকের কুন্দাপুরা অঞ্চলে একদল বন্ধুরা মিলে শুরু করেছিলেন নাগরিক নেতৃত্বাধীন পরিষ্কার অভিযান। বর্তমানে অনেক স্বেচ্ছাসেবক রবিবারে এই অভিযানে অংশ নেন।

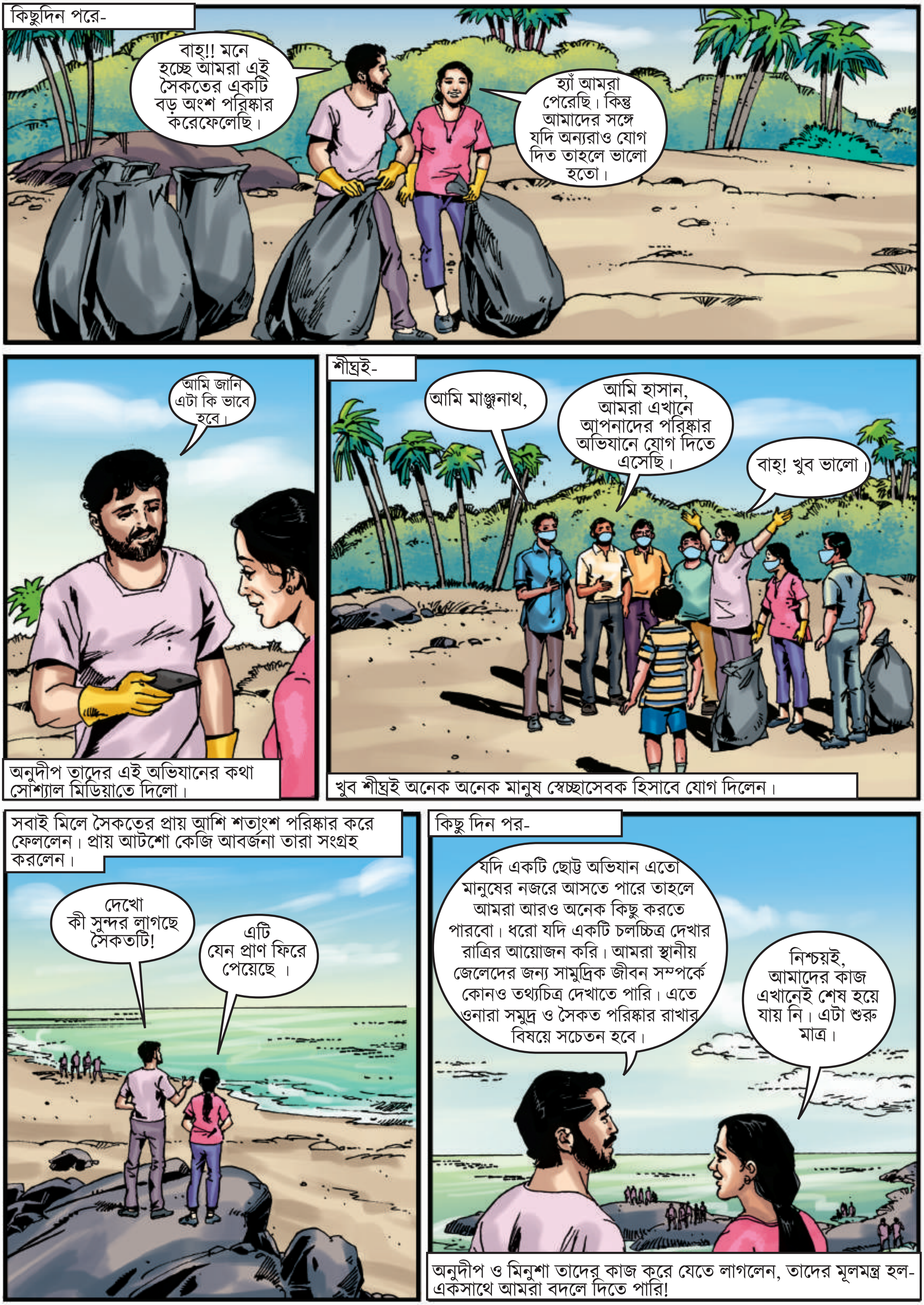

কিছুদিন পরে-
বাহ্!! মনে হচ্ছে আমরা এই সৈকতের একটি বড় অংশ পরিষ্কার করেফেলেছি।
হ্যাঁ আমরা পেরেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গে যদি অন্যরাও যোগ দিত তাহলে ভালো হতো।
আমি জানি এটা কি ভাবে হবে।
অনুদীপ তাদের এই অভিযানের কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে দিলো।
শীঘ্রই-
আমি মাঞ্জুনাথ,
আমি হাসান, আমরা এখানে আপনাদের পরিষ্কার অভিযানে যোগ দিতে এসেছি।
বাহ্! খুব ভালো।
খুব শীঘ্রই অনেক অনেক মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিলেন।
সবাই মিলে সৈকতের প্রায় আশি শতাংশ পরিষ্কার করে ফেললেন। প্রায় আটশো কেজি আবর্জনা তারা সংগ্রহ করলেন।
দেখো কী সুন্দর লাগছে সৈকতটি!
এটি যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে ।
কিছু দিন পর-
যদি একটি ছোট্ট অভিযান এতো মানুষের নজরে আসতে পারে তাহলে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারবো। ধরো যদি একটি চলচ্চিত্র দেখার রাত্রির আয়োজন করি। আমরা স্থানীয় জেলেদের জন্য সামুদ্রিক জীবন সম্পর্কে কোনও তথ্যচিত্র দেখাতে পারি। এতে ওনারা সমুদ্র ও সৈকত পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সচেতন হবে।
নিশ্চয়ই, আমাদের কাজ এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। এটা শুরু মাত্র।
অনুদীপ ও মিনুশা তাদের কাজ করে যেতে লাগলেন, তাদের মূলমন্ত্র হল- একসাথে আমরা বদলে দিতে পারি!

সালমান

স্যর, আমার কাকা যিনি একটি দুর্ঘটনায় তার পা হারিয়েছেন। তিনি একটি কৃত্রিম পা লাগিয়েছেন। যেন একটি রোবটের পায়ের মতো। কিন্তু এটি দিয়ে হাটতে তার কষ্ট হচ্ছে।
হ্যাঁ সুজিত, এটিতে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে।
আমি শুনেছে একজন ক্রীড়াবিদ এই কৃত্রিম অঙ্গ নিয়ে প্রতিযোগিতা জিতেছেন।
এটা সত্যি পারুল, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেক মানুষ সাফল্য অর্জন করেছেন। আমাদের আজকের গল্প সালমান কে নিয়ে যিনি নিজে হাঁটতে না পেরেও একজন সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন।
সালমান জন্মেছিলেন উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর গ্রামে। যখন সে খুব ছোটো ছিলেন-
সালমানের খুব জ্বর আর ও খুব কাঁদছে।
চলো আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।
শীঘ্রই-
সালমান পোলিও রোগে আক্রান্ত। ওর পেশী গুলি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যেটা ওর হাঁটা চলাতে বাঁধা সৃষ্টি করবে।
ওহ! ও কি করে বাঁচবে?
যদিও সালমানের পা গুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবু সে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে বড় হয়েছেন। তিনি যখন দ্বাদশ মানের পরীক্ষায় উত্তির্ণ হলেন-
আমি স্বনির্ভর হতে চাই মা, আমি সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করা শুরু করবো।

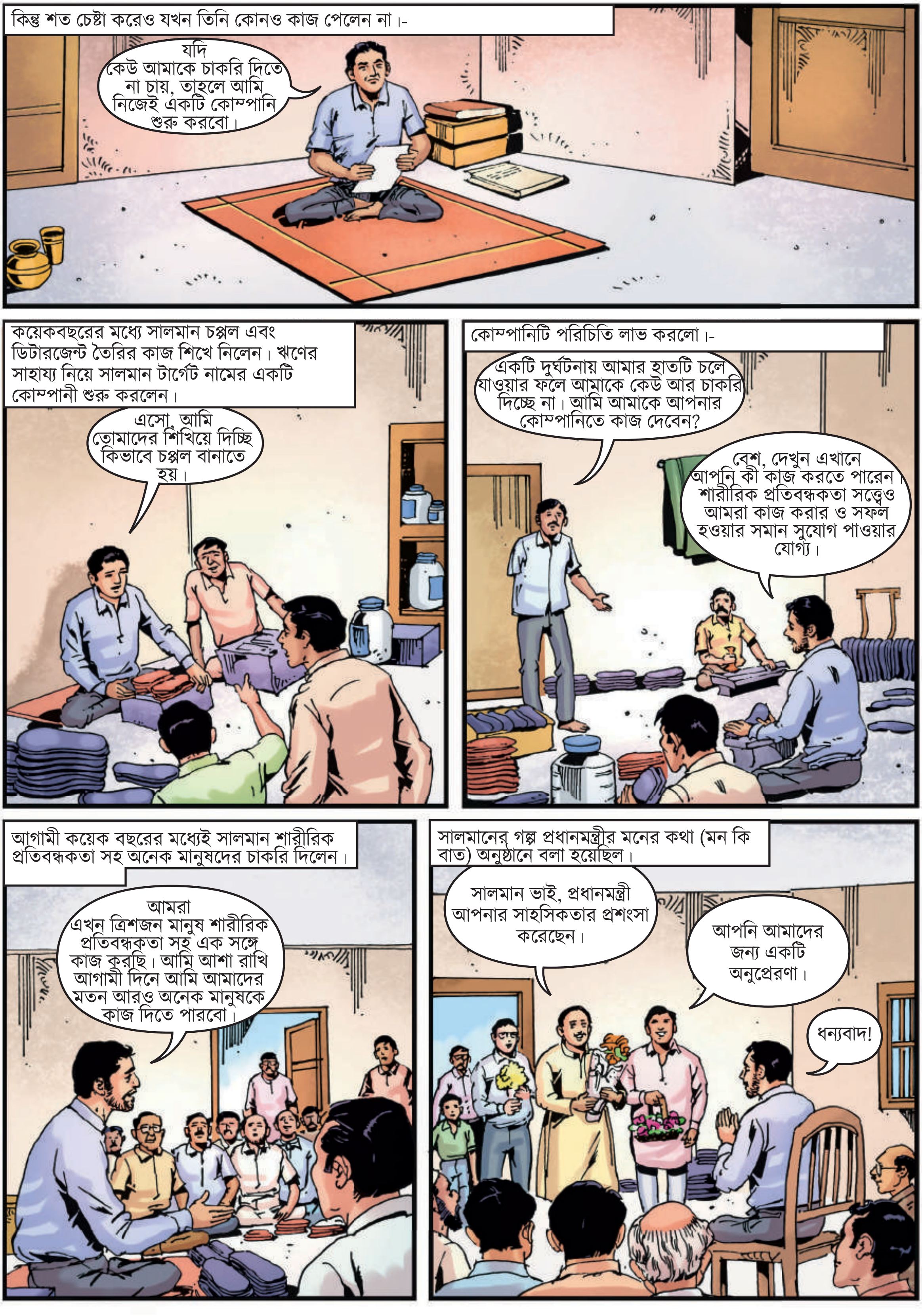

কিন্তু শত চেষ্টা করেও যখন তিনি কোনও কাজ পেলেন না।-
যদি কেউ আমাকে চাকরি দিতে না চায়, তাহলে আমি নিজেই একটি কোম্পানি শুরু করবো।
কয়েকবছরের মধ্যে সালমান চপ্পল এবং ডিটারজেন্ট তৈরির কাজ শিখে নিলেন। ঋণের সাহায্য নিয়ে সালমান টার্গেট নামের একটি কোম্পানী শুরু করলেন।
এসো, আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে চপ্পল বানাতে হয়।
কোম্পানিটি পরিচিতি লাভ করলো।-
একটি দুর্ঘটনায় আমার হাতটি চলে যাওয়ার ফলে আমাকে কেউ আর চাকরি দিচ্ছে না। আমি আমাকে আপনার কোম্পানিতে কাজ দেবেন?
বেশ, দেখুন এখানে আপনি কী কাজ করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা কাজ করার ও সফল হওয়ার সমান সুযোগ পাওয়ার যোগ্য।
আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সালমান শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সহ অনেক মানুষদের চাকরি দিলেন।
আমরা এখন ত্রিশজন মানুষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সহ এক সঙ্গে কাজ করছি। আমি আশা রাখি আগামী দিনে আমি আমাদের মতন আরও অনেক মানুষকে কাজ দিতে পারবো।
সালমানের গল্প প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলা হয়েছিল।
সালমান ভাই, প্রধানমন্ত্রী আপনার সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন।
আপনি আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা।
ধন্যবাদ!

*কেরালার জনপ্রিয় একটি হ্রদ এবং পরিচিত পর্যটক স্থান।

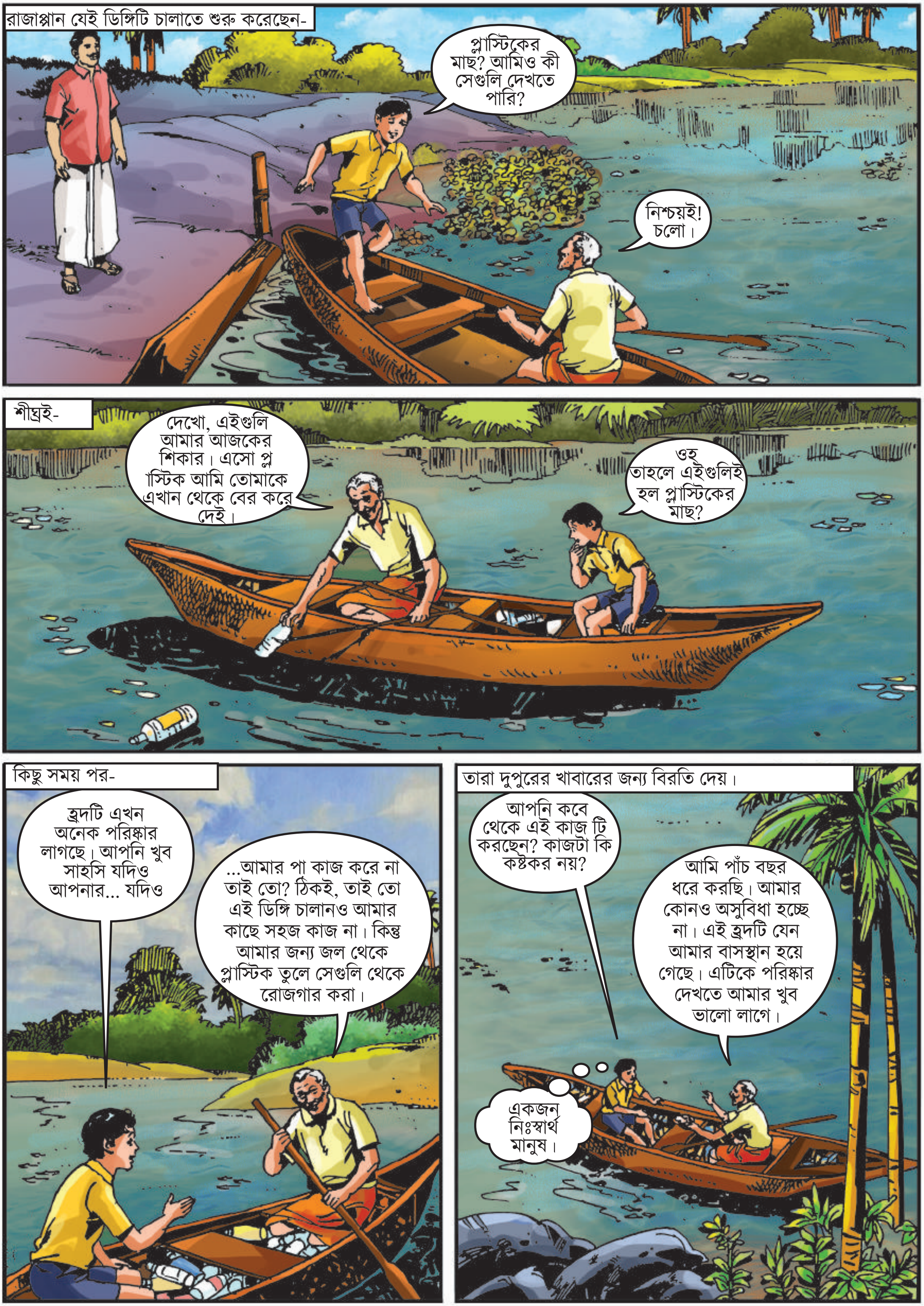
রাজাপ্পান যেই ডিঙ্গিটি চালাতে শুরু করেছেন-
প্লাস্টিকের মাছ? আমিও কী সেগুলি দেখতে পারি?
নিশ্চয়ই! চলো।
শীঘ্রই-
দেখো, এইগুলি আমার আজকের শিকার। এসো প্ল াস্টিক আমি তোমাকে এখান থেকে বের করে দেই।
ওহ্ তাহলে এইগুলিই হল প্লাস্টিকের মাছ?
কিছু সময় পর-
হ্রদটি এখন অনেক পরিষ্কার লাগছে। আপনি খুব সাহসি যদিও আপনার... যদিও
...আমার পা কাজ করে না তাই তো? ঠিকই, তাই তো এই ডিঙ্গি চালানও আমার কাছে সহজ কাজ না। কিন্তু আমার জন্য জল থেকে প্লাস্টিক তুলে সেগুলি থেকে রোজগার করা।
তারা দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি দেয়।
আপনি কবে থেকে এই কাজ টি করছেন? কাজটা কি কষ্টকর নয়?
আমি পাঁচ বছর ধরে করছি। আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এই হ্রদটি যেন আমার বাসস্থান হয়ে গেছে। এটিকে পরিষ্কার দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।
একজন নিঃস্বার্থ মানুষ।

অনেক্ষণ পরিষ্কার করার পর , রাজাপ্পান তার ডিঙ্গিটি তীরে বাঁধলেন।
আপনি এখন কী করবেন?
আমি এখন প্লাস্টিক গুলি বেছে আলাদা করবো, তুমি কি আমার সঙ্গে যোগ দেবে।
নিশ্চয়ই।

কিছুক্ষণ পরে-
আমি কী আপনার সঙ্গে এই প্লাস্টিক সংগ্রহের কাজে যোগ দিতে পারি, প্রতিদিন ?
নিশ্চয়ই, আমরা দুজনে মিলে সত্যি একটা বদলে দেবো। কি বলো!

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে রাজাপ্পানের কথা উল্লেখ করেন এবং হ্রদের জলকে প্লাস্টিক দূষণের থেকে রক্ষা করার তার এই অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করলেন। তারপরেই-
রাজাপ্পানের, আমরা গর্বিত তোমার জন্য।

মহাশয় আমরা আপনার কাজের প্রশংসা স্বরূপ আপনাকে এই মোটর বোট আর এই হুইলচেয়ারটি উপহার দিতে চাই।
তার নতুন মোটর বোট নিয়ে রাজাপ্পান পরিষ্কার করে যেতে লাগলেন শুধু ভেম্বানাদ হ্রদ নয় আরও অনেক জলাধার।

সি ভি রাজু

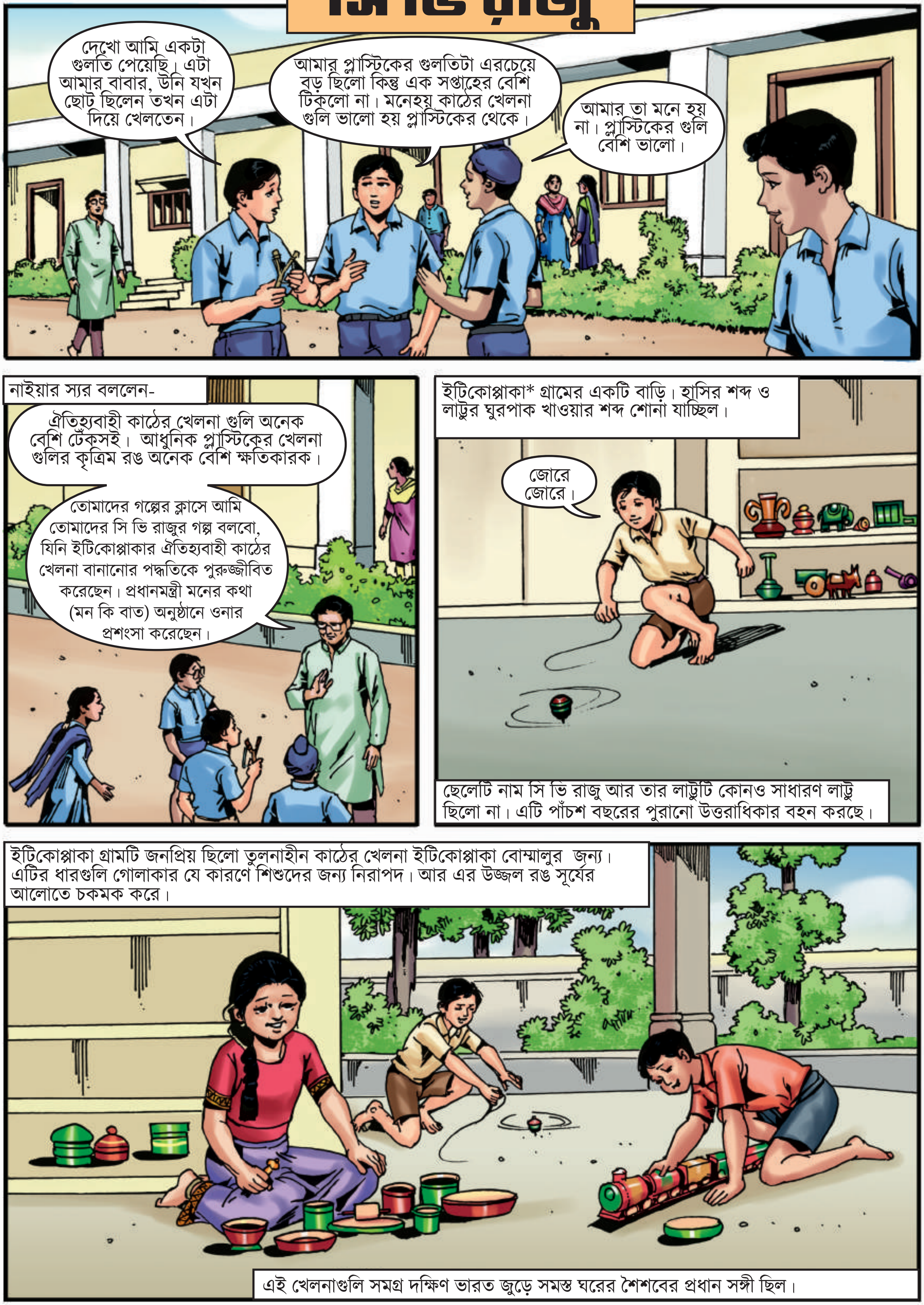

*অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায় অবস্থিত।

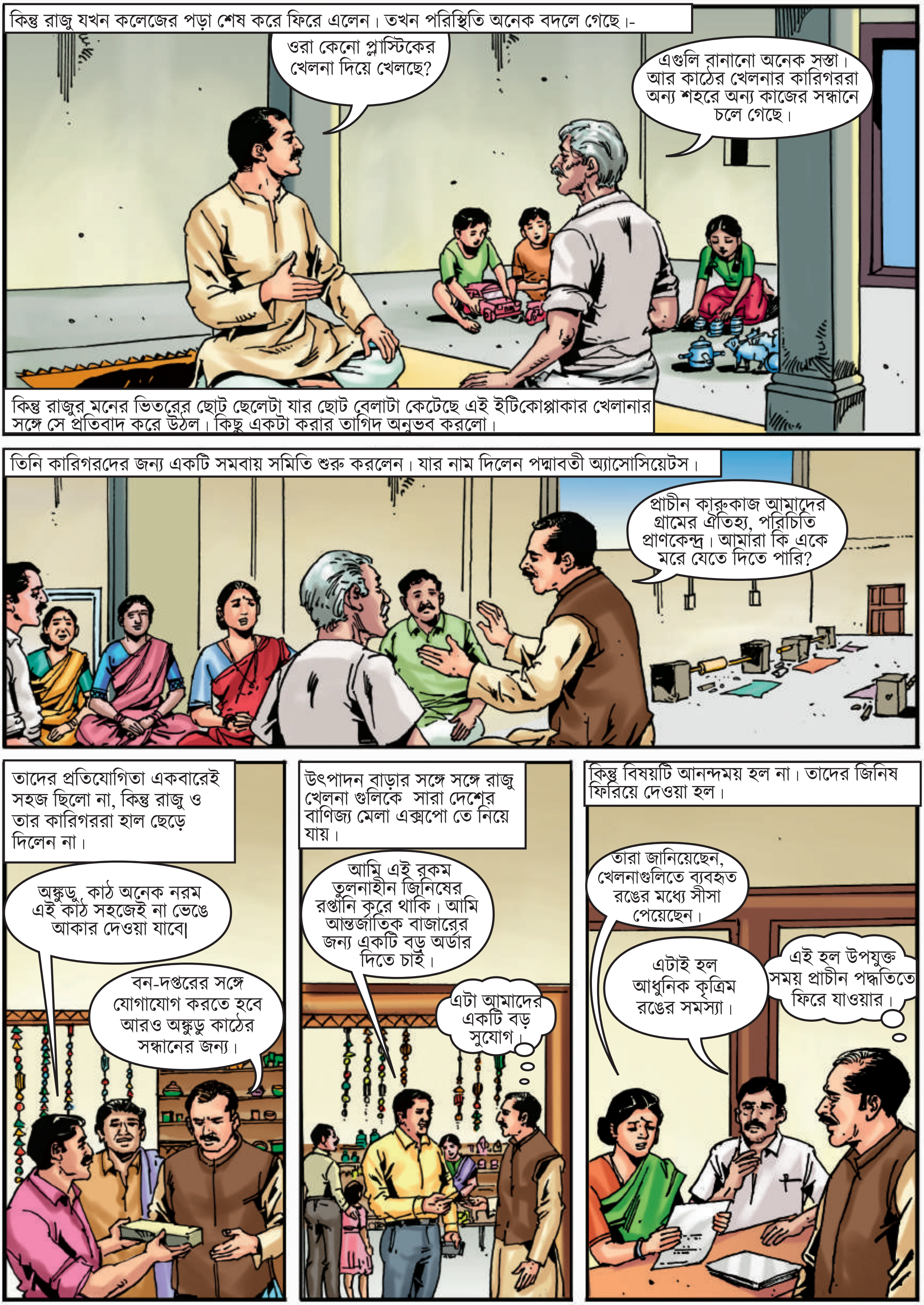
কিন্তু রাজু যখন কলেজের পড়া শেষ করে ফিরে এলেন। তখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে।-
ওরা কেনো প্লাস্টিকের খেলনা দিয়ে খেলছে?
এগুলি বানানো অনেক সস্তা। আর কাঠের খেলনার কারিগররা অন্য শহরে অন্য কাজের সন্ধানে চলে গেছে।
কিন্তু রাজুর মনের ভিতরের ছোট ছেলেটা যার ছোট বেলাটা কেটেছে এই ইটিকোপ্পাকার খেলানার সঙ্গে সে প্রতিবাদ করে উঠল। কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলো।
তিনি কারিগরদের জন্য একটি সমবায় সমিতি শুরু করলেন। যার নাম দিলেন পদ্মাবতী অ্যাসোসিয়েটস।
প্রাচীন কারুকাজ আমাদের গ্রামের ঐতিহ্য, পরিচিতি প্রাণকেন্দ্র। আমারা কি একে মরে যেতে দিতে পারি?
তাদের প্রতিযোগিতা একবারেই সহজ ছিলো না, কিন্তু রাজু ও তার কারিগররা হাল ছেড়ে দিলেন না।
অঙ্কুডু, কাঠ অনেক নরম এই কাঠ সহজেই না ভেঙে আকার দেওয়া যাবে।
বন-দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আরও অঙ্কুডু কাঠের সন্ধানের জন্য।
উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজু খেলনা গুলিকে সারা দেশের বাণিজ্য মেলা এক্সপো তে নিয়ে যায়।
আমি এই রকম তুলনাহীন জিনিষের রপ্তানি করে থাকি। আমি আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য একটি বড় অর্ডার দিতে চাই।
এটা আমাদের একটি বড় সুযোগ।
কিন্তু বিষয়টি আনন্দময় হল না। তাদের জিনিষ ফিরিয়ে দেওয়া হল।
তারা জানিয়েছেন, খেলনাগুলিতে ব্যবহৃত রঙের মধ্যে সীসা পেয়েছেন।
এটাই হল আধুনিক কৃত্রিম রঙের সমস্যা।
এই হল উপযুক্ত সময় প্রাচীন পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার।

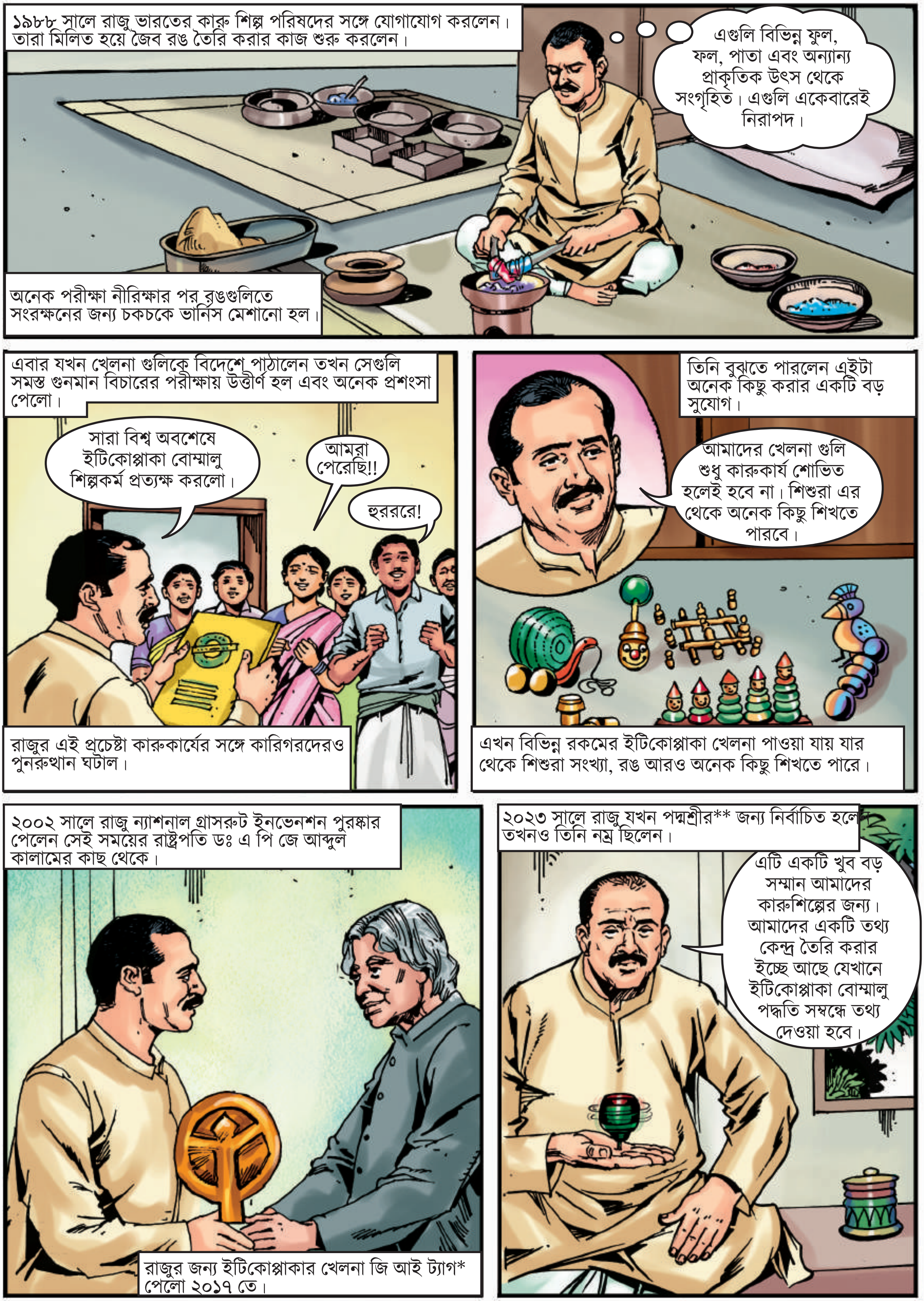

*একটি ভৌগোলিক ইঙ্গিত (জি আই ট্যাগ) এমন একটি চিহ্ন যা পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয় যেগুলির গুণাবলী বা খ্যাতি কোনও নির্দিষ্ট স্থানের কারণে হয়েছে।

** চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক পুরস্কার।

ভাগীরথী আম্মা

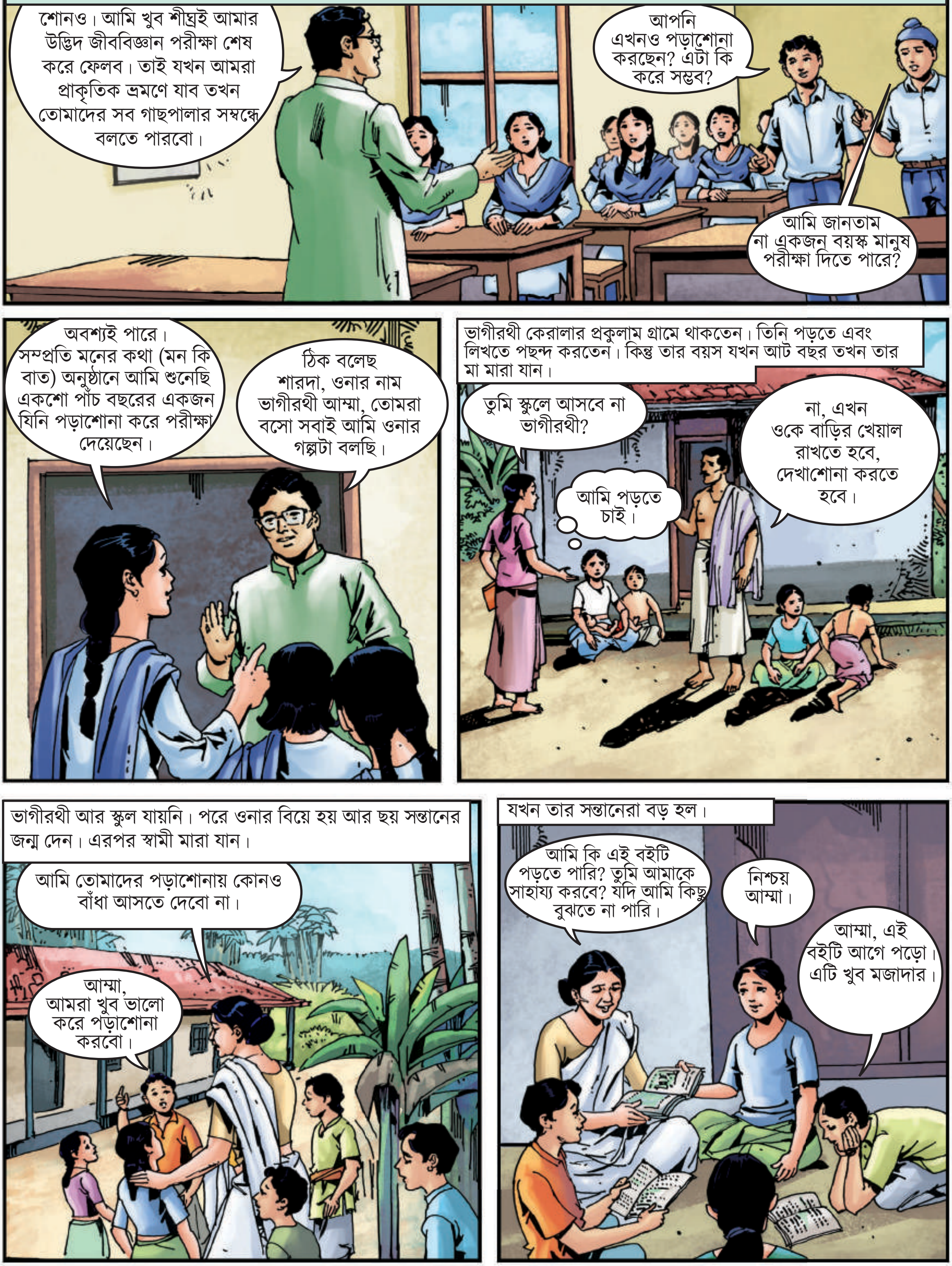

শোনও। আমি খুব শীঘ্রই আমার উদ্ভিদ জীববিজ্ঞান পরীক্ষা শেষ করে ফেলব। তাই যখন আমরা প্রাকৃতিক ভ্রমণে যাব তখন তোমাদের সব গাছপালার সম্বন্ধে বলতে পারবো।
আপনি এখনও পড়াশোনা করছেন? এটা কি করে সম্ভব?
আমি জানতাম না একজন বয়স্ক মানুষ পরীক্ষা দিতে পারে?
অবশ্যই পারে। সম্প্রতি মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে আমি শুনেছি একশো পাঁচ বছরের একজন যিনি পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয়েছেন।
ঠিক বলেছ শারদা, ওনার নাম ভাগীরথী আম্মা, তোমরা বসো সবাই আমি ওনার গল্পটা বলছি।
ভাগীরথী কেরালার প্রকুলাম গ্রামে থাকতেন। তিনি পড়তে এবং লিখতে পছন্দ করতেন। কিন্তু তার বয়স যখন আট বছর তখন তার মা মারা যান।
তুমি স্কুলে আসবে না ভাগীরথী?
আমি পড়তে চাই।
না, এখন ওকে বাড়ির খেয়াল রাখতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে।
ভাগীরথী আর স্কুল যায়নি। পরে ওনার বিয়ে হয় আর ছয় সন্তানের জন্ম দেন। এরপর স্বামী মারা যান।
আমি তোমাদের পড়াশোনায় কোনও বাঁধা আসতে দেবো না।
আম্মা, আমরা খুব ভালো করে পড়াশোনা করবো।
যখন তার সন্তানেরা বড় হল।
আমি কি এই বইটি পড়তে পারি? তুমি আমাকে সাহায্য করবে? যদি আমি কিছু বুঝতে না পারি।
নিশ্চয় আম্মা।
আম্মা, এই বইটি আগে পড়ো। এটি খুব মজাদার।

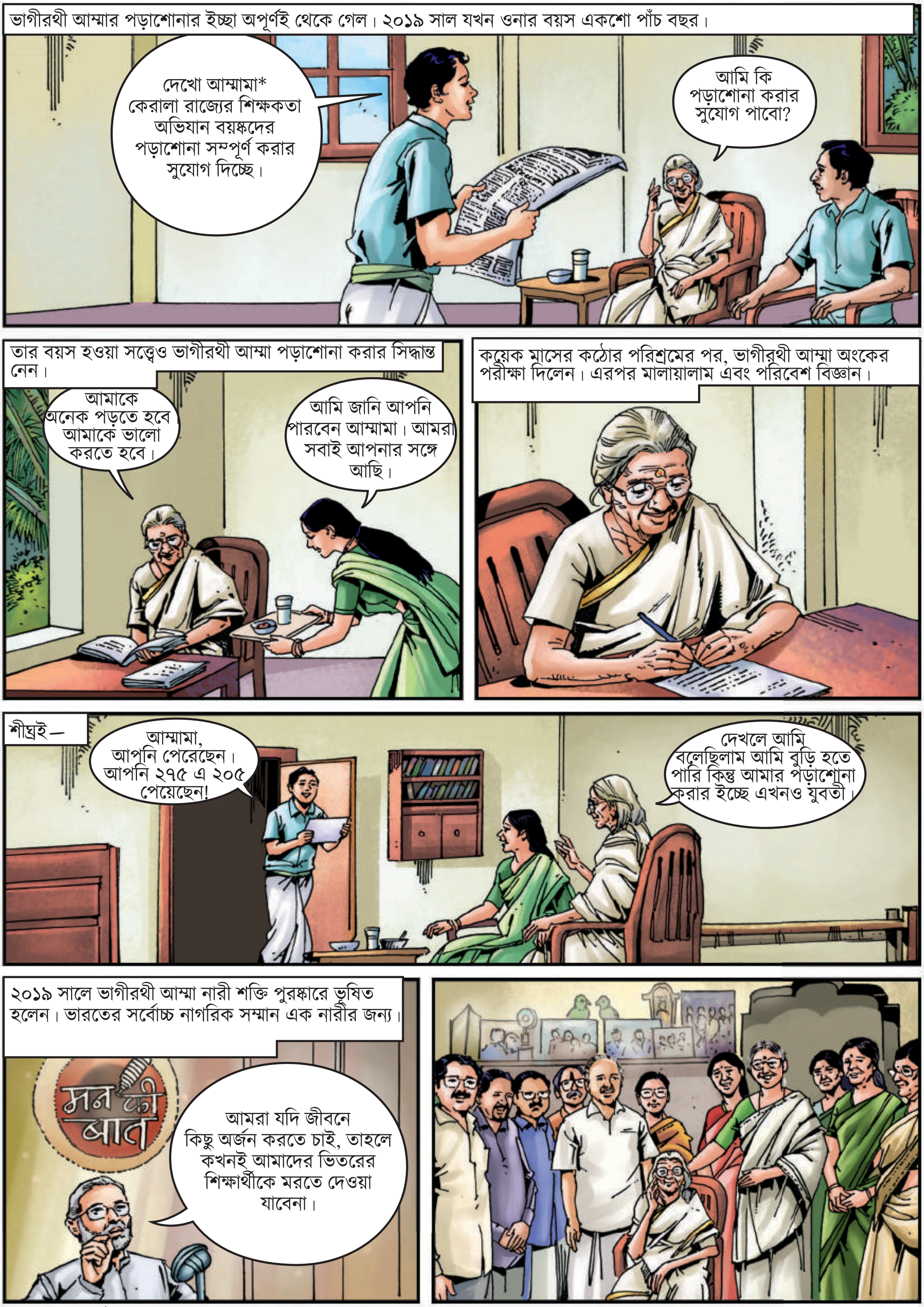

* মালায়ালামে ঠাকুমা কে বলে।

রাজেন্দ্র যাদব

আচ্ছা তোমাদের কি এটা শুনে ভালো লাগছে না যে কোভিড আর কোনও ভয়াবহ খবর নেই।
ওহ, সত্যি স্যর। যারা আমাদের কে সুরক্ষিত রাখার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের ধন্যবাদ।
খুবই সত্য! আমরা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে ঋণী আমাদের নিরাপদে রাখতে তারা এত পরিশ্রম করেছেন। আজ তোমাদের রাজেন্দ্র যাদবের অবদানের গল্প বলি শোনো।
এটাও নিশ্চয়ই মনের কথার (মন কি বাত) একটি গল্প।
নাইয়ার স্যর হাসলেন, এবং মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বললেন
২০২২ সালে, মহারাষ্ট্রের সাটানায়, ৬২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি হতাশ হয়ে খবরটি দেখছিলেন।
... নাসিক একটি কোভিড - ১৯ রেড জোনে পরিণত হয়েছে।
আমার শহর বিপদে পড়েছে।
তিনি ছিলেন রাজেন্দ্র যাদব, একজন স্ব-শিক্ষিত প্রকৌশলী যাঁর কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে অনেক বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
হাত ধোয়া আর মাস্ক পড়ার কথা সর্বদা মনে রাখবেন।
ছোট আকারের স্যানিটাইজেশন যথেষ্ট নয়। এই ভাইরাসের বিস্তার রোধের জন্য আমাদের আরও বড় আকারে কিছু ভাবা দরকার।

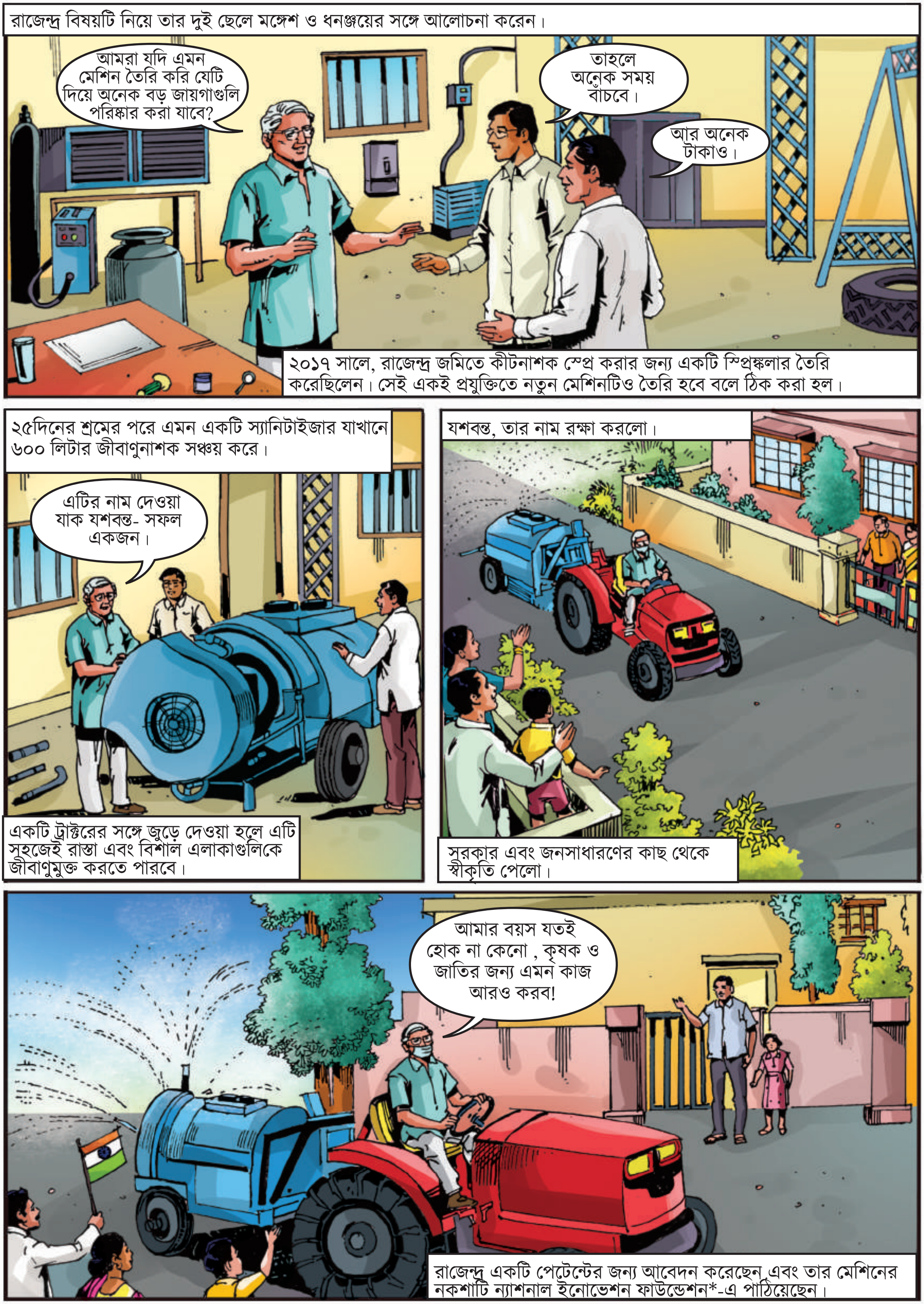

* *NIF* হল এমন একটি সংস্থা যা প্রযুক্তি উদ্ভাবনার বিষয়ে ক্ষুদ্র স্তর থেকে সাহায্য করে।

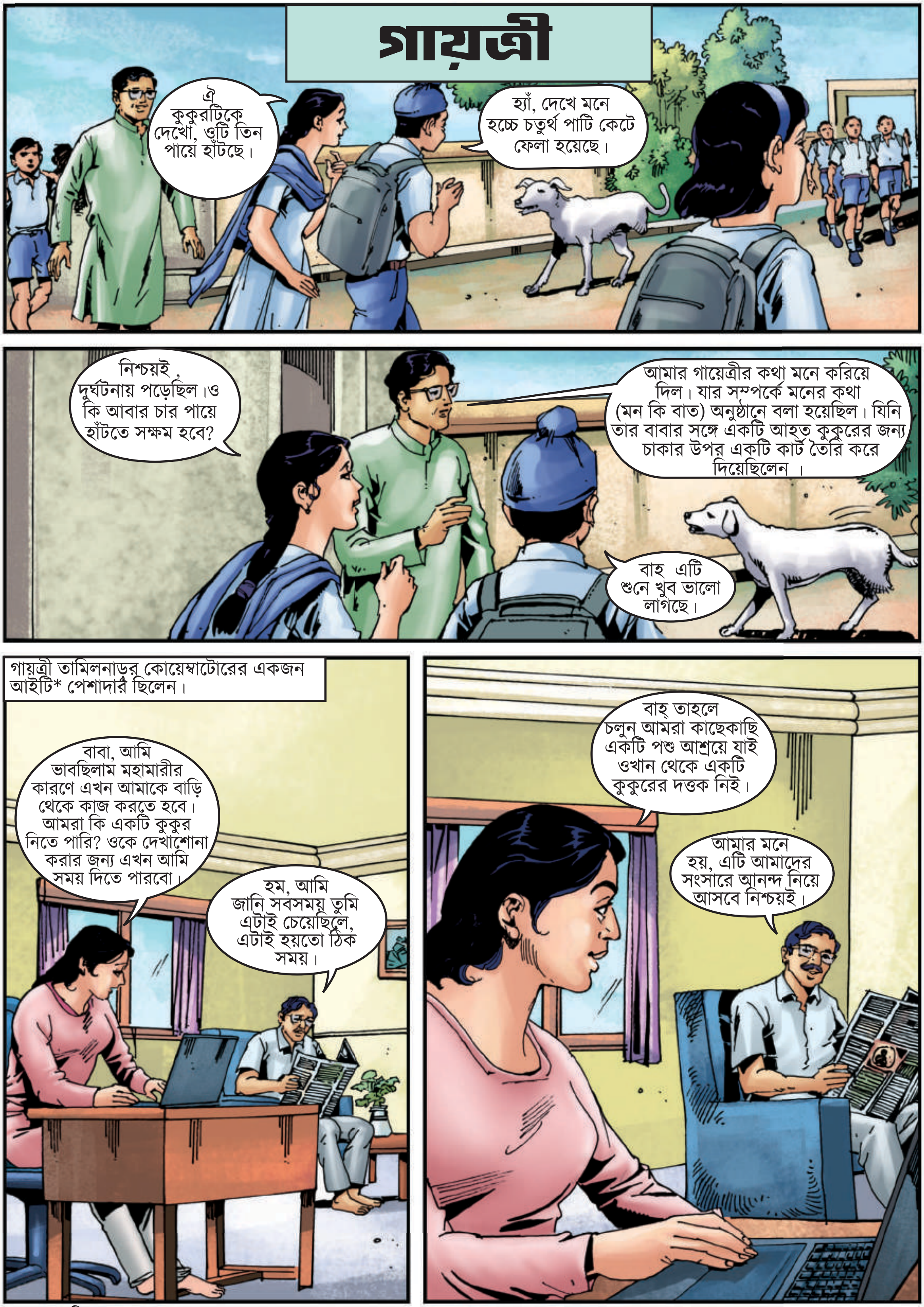
গায়ত্রী
ঐ কুকুরটিকে দেখো, ওটি তিন পায়ে হাঁটছে।
হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে চতুর্থ পাটি কেটে ফেলা হয়েছে।
নিশ্চয়ই, দুর্ঘটনায় পড়েছিল।ও কি আবার চার পায়ে হাঁটতে সক্ষম হবে?
আমার গায়েত্রীর কথা মনে করিয়ে দিল। যার সম্পর্কে মনের কথা (মন কি বাত) অনুষ্ঠানে বলা হয়েছিল। যিনি তার বাবার সঙ্গে একটি আহত কুকুরের জন্য চাকার উপর একটি কার্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন ।
বাহ এটি শুনে খুব ভালো লাগছে।
গায়ত্রী তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের একজন আইটি* পেশাদার ছিলেন।
বাবা, আমি ভাবছিলাম মহামারীর কারণে এখন আমাকে বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। আমরা কি একটি কুকুর নিতে পারি? ওকে দেখাশোনা করার জন্য এখন আমি সময় দিতে পারবো।
হুম, আমি জানি সবসময় তুমি এটাই চেয়েছিলে, এটাই হয়তো ঠিক সময়।
বাহ্ তাহলে চলুন আমরা কাছেকাছি একটি পশু আশ্রয়ে যাই ওখান থেকে একটি কুকুরের দত্তক নিই।
আমার মনে হয়, এটি আমাদের সংসারে আনন্দ নিয়ে আসবে নিশ্চয়ই।

*তথ্য প্রযুক্তি।

*গায়ত্রীর বাবা কাসিলিঙ্গম ছিলেন একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

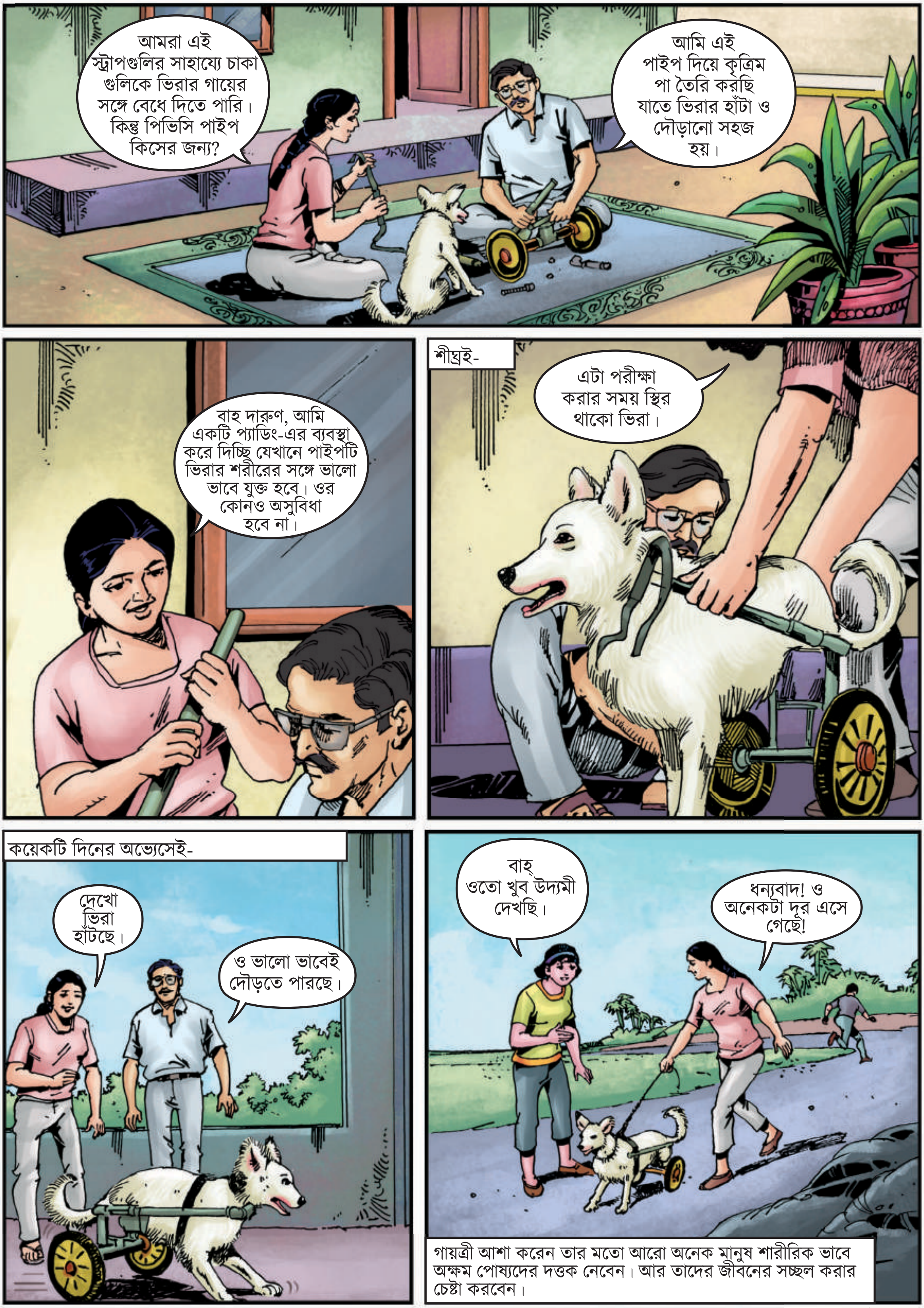

বাংলা অনুবাদঃ সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মন কি বাত

(মনের কথা)

পর্ব ২

মনের কথা (মন কি বাত) - এর দ্বিতীয় পর্ব একক শক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বেতার অনুষ্ঠানে এমন অনেক নারী ও পুরুষের অবদানের কথা বলেছেন যারা তাদের জীবনে অনুপ্রেরণামূলক কিছু কাজ করেছেন।

এই বাস্তব গল্প গুলি কিছু মহান মানুষের গল্প।

ভাগীরথী আম্মা, যাকে তার ভাইবোনদের দেখাশোনা করার জন্য ছোটবেলায় পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি ১০৫ বছর বয়সে আবার পড়াশোনা শুরু করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রাজাপ্পান, পাঁচ বছর বয়সে, পোলিওতে আক্রান্ত হলেও ৬৩ বছর বয়সেও ভেম্বানাদ হ্রদ পরিষ্কার করার কাজ নিজে করে গেছেন।

ঊষা দুবে, কোভিড লকডাউনের সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে দরিদ্র ঘরের শিশুদের জন্য অনলাইন ক্লাস করা সম্ভব নয়। তাই সে স্কুটারে তাদের কাছে ক্লাসরুম নিয়ে গেল।

কোনও কিছুর পরিবর্তন আনতে গেলে অনেক অর্থ বা উচ্চ পদ বা অনুকূল পরিস্থিতির প্রয়োজন হয় না। এবং এই কথাটি এই সকল মহান মানুষেরা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

₹90

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-81-19242-58-0
9 788119 242580